পাক্ষিক

আহ্‌মদী

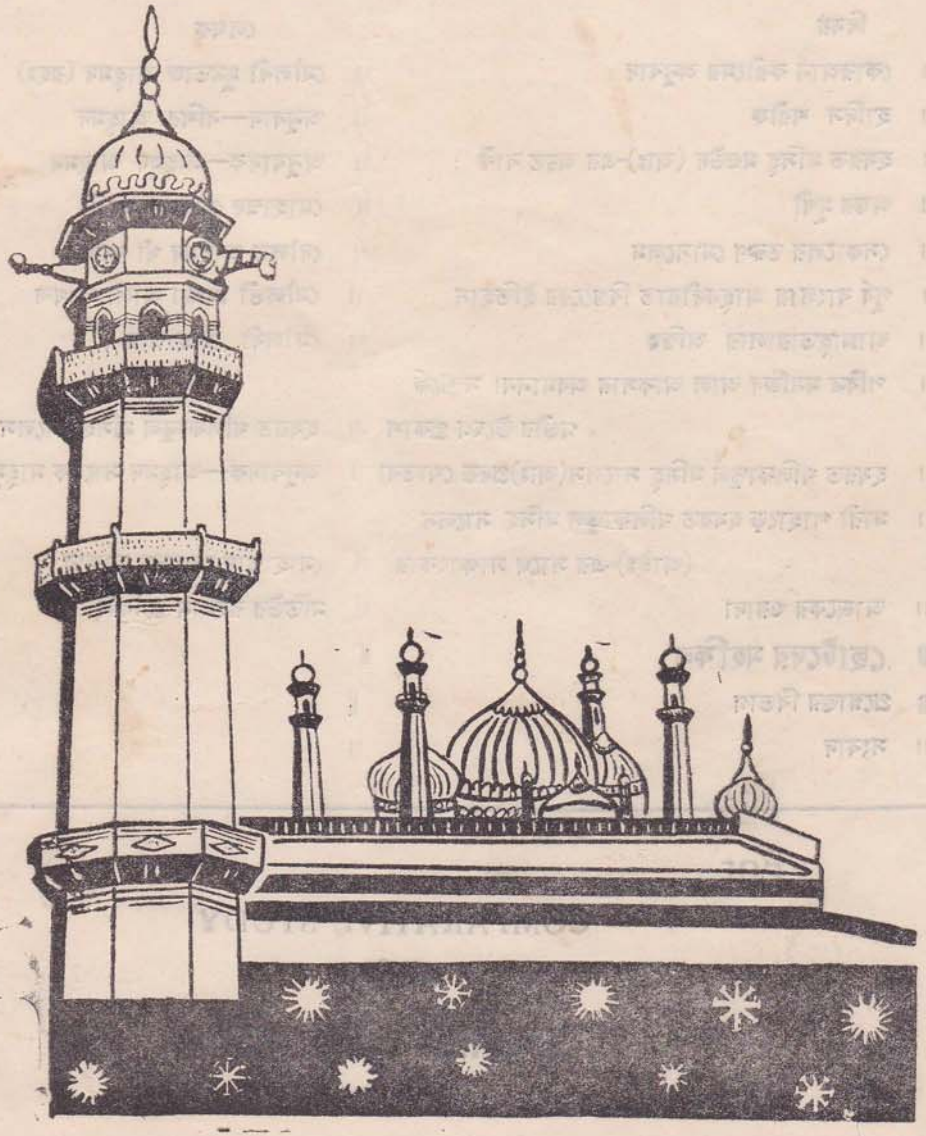

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৯ম সংখ্যা ১০৮ পৃঃ
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

১০ম সংখ্যা
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২৫৮
হাদিস শরীফ	অনুবাদ—বশির আহ্‌মদ	২৫৯
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী	অনুবাদক—মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	২৬০
অন্তর মুখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৬২
সেকালের তরুণ মোসলেম	দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম	২৬৩
পূর্ব বাংলায় আহ্‌মদীয়াত বিস্তরের ইতিহাস	মৌলভী মির্জ্জা আলী আখন্দ	২৬৪
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	২৬৭
পবিত্র মসজিদ আল আকসার অবমাননা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)	২৮২
হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস(আঃ)প্রদত্ত খোতবা	অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৮৩
মারী পাহাড়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎকার	মোহাম্মাদ আবদুস সাত্তার	২৯০
আজকের ওয়াদা	মতিউর রহমান চৌধুরী	২৯৩
ছোটদের মহফিল		২৯৪
প্রশ্নোত্তর বিভাগ		২৯৫
সংবাদ		২৯৬

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ৩০শে তবুক ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ১০ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা রা'দ

৫ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩২ ॥ নিশ্চয় তোমার পূর্ববর্ত্তী রসুলগণের সহিতও বিদ্রূপ করা হইয়াছিল, অনন্তর যাহারা (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে (কিছু কালের জন্য) অবকাশ দিয়াছিলাম। তৎপর আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম। এখন চিন্তা করিয়া দেখ আমার শাস্তি কত (ভয়ঙ্কর) ছিল।

৩৩ ॥ অনন্তর যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাহারা যাহা করিতেছে তজ্জন্য (প্রহরী রূপে) দণ্ডায়মান (তিনি কি তাহাদের বিচার করিবেন না?) এবং তাহারা আল্লাহ্‌র অংশী সকল গড়িয়া নিয়াছে। তুমি (তাহাদিগকে) বল, তোমরা ঐ সমস্ত (মৌখিক প্রভুর) নাম বল। তোমরা কি তাঁহাকে এমন বিষয়ে অবগত করাইবে, যাহা পৃথিবীতে আছে, কিন্তু তিনি জানেন না; অথবা ইহা ফাঁকা কথা! বরং যাহারা (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের চক্রান্তকে মনোহর করা গিয়াছে। এবং (এই জন্যই) তাহারা সত্য-পথ হইতে নিরস্ত রহিয়াছে। এবং আল্লাহ্‌ যাহাকে বিপথগামী করেন, তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই।

৩৪ ॥ তাহাদের জন্য এই পৃথিবীতে শাস্তি (নির্দ্ধারিত) আছে এবং নিশ্চয় পরকালের শাস্তি অধিকতর কষ্টদায়ক। এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে রক্ষাকারী কেহ নাই।

৩৫ ॥ ধর্মপরায়ণদের জন্য যে উদ্যানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহার (উপমিত) বর্ণনা (এই যে,) তাহার নিম্নদিয়া নদী সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহার ফল এবং তাহার ছায়া চিরস্থায়ী। ইহা তাহাদের পরিনাম, যাহারা ধর্মপরায়ণ হইয়াছে এবং যাহারা (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের পরিণাম দোযখ (জ্বলন্ত আগুন)।

৩৬ ॥ যাহাদিগকে আমরা গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহারা তোমার উপর (আল্লাহর) যে বাণী অবতারণ করা গিয়াছে, তাহাতে আনন্দিত হইতেছে। এবং সেই জাতিগুলির কোন কোন লোক এমনও আছে, যাহারা উহার কতক অস্বীকার করে। তুমি বল, আমাকে ইহাই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি আল্লাহ্‌র এবাদত করিব এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না। আমি তাঁহারই দিকে (তোমাদিগকে) আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্ত্তন।

৩৭ ॥ এবং এই ভাবেই আমি ইহাকে উজ্জ্বল মীমাংসা রূপে অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান সমাগত হওয়ার পর, তাহাদের কুঅভিপ্রায়গুলির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর প্রতিপক্ষে তোমার কোন বন্ধু অথবা কোন রক্ষাকারী থাকিবে না।

(ক্রমশঃ)।

গত সংখ্যার কোরআন করীমের অনুবাদে ৩য় রুকুর স্থলে ৪র্থ রুকু হইবে।

হাদিস শরীফ

নামায

ইহার শর্ত এবং ইহার আদব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) রমজান মাসে বা অন্য মাসে এগার রাকাতের বেশী নফল নামায পড়িতেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়িতেন। ইহার সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতার কথা জিজ্ঞাসা করিওনা অর্থাৎ তিনি নামায অতি পরিপাটীর সহিত ও দীর্ঘ করিয়া পড়িতেন। অতঃপর চার রাকা'ত নামায পড়িতেন। ইহার সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতার কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ইহার পর তিনি তিন রাকা'ত নামায পড়িতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি হুযুর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বেতের নামায আদায় করার পূর্বে আপনি শুইয়া যান, হুযুর বলিলেন, হে আয়েশা! আমার চক্ষু শুইয়া যায় কিন্তু হৃদয় শোয় না। (বুখারী)।

(১১)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) একদা বলিয়াছেন, "আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তাহার সঙ্গে যুদ্ধের এলান করি। আমার বান্দা ; আমার নৈকট্য সেই সমস্ত জিনিষ দ্বারা হাসেল করিতে পারে, যাহা আমার পসন্দনীয় এবং আমি ফরয করিয়া দিয়াছি। আমার নৈকট্য অন্য কোন জিনিষ দ্বারা এত লাভ করা যায় না যত নফল নামায দ্বারা। শেষ পর্যন্ত আমি তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করি এবং যখন আমি তাহাকে আপন বন্ধু করিয়া লই, তখন আমি তাহার কর্ণ হইয়া যাই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই, যদ্বারা সে দেখে, আমি তার হস্ত হইয়া যাই, যদ্বারা সে ধরিয়া থাকে, আমি তাহার পা হইয়া যাই যদ্বারা চলে, এবং যদি সে আমার নিকট কোন জিনিষ চায়, আমি তাহাকে দিই এবং যদি আশ্রয় চায় তাহাকে আশ্রয় দিই। (বুখারী)।

(১২)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আযান এবং আকামতের মধ্যবর্ত্তী সময়ের দোওয়া অগ্রাহ্য হয় না।

(তিরমিযী)

(১৩)

হযরত যাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযানের পর এই দোওয়া করে,

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلوة القائمة ات محمد ان الوسيلة و الفضيلة و ابعث مقاما محمودا ن الذى وعدته -

"হে আমার প্রভু! এই পূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠামান নামাযের মালিক, তুমি আমাদের নবী

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত মসিহ্ মওউদ (আইঃ)-এর

অমৃত বানী

আহ্‌মদী নাম কেন রাখা হইয়াছে? (জনৈক মৌলবী হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সমীপে প্রশ্ন করে যে, খোদাতায়ালা আমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন। আপনি আপনার ফেরকার নাম কেন আহ্‌মদী রাখিয়াছেন? ইহা'ত هو سماكم المسلمين (অর্থাৎ তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন) এর-বিরোধিতা হয়)।

উত্তরে হযরত আকদাস বলেন ঃ—

ইসলাম অতি পবিত্র নাম। কোরআন শরীফেও এই নাম ব্যবহার হইয়াছে। যেহেতু হাদিসের বর্ণনা অনুসারে ইসলাম ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই নিজেকে মুসলমান মনে করে এবং এই সমস্ত ফেরকার মধ্যে রাফজিয়াগণ দুই তিন জন সাহাবা ব্যতীত অপর সকলকে গালি দেয়, নবী করীম (সাঃ)-এর আজওয়াজে মোতাহেরাতকে (পবিত্র স্ত্রীগণকে) গালি দেয়, আওলিয়াগণকে মন্দ বলে, তথাপি তাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলে। খারেজীগণ হযরত আলী ও হযরত ওমর (রাযিঃ) সম্বন্ধে কু-বাক্য ব্যবহার করে, তথাপি তাহারা নিজদিগকে মুসলমান গণ্য করে। শ্যাম দেশে ইয়াজ-বাদিয়া নামক এক সম্প্রদায় আছে, যাহারা ইমাম হোসেন (রাযিঃ)-কে অভিসম্পাত করে এবং নিজ দিগকে মুসলমান বলে। এই সমস্ত দুর্দশা অবলোকন করিয়া বিগত পূণ্যাত্মাগণ নিজদিগকে পৃথক করার জন্য নিজেদের নাম শা'ফী, হাম্বলী ইত্যাদি রাখিয়াছেন। বর্তমানে একদল লোক দেখা যায়, যাহারা, স্বর্গ, নরক, ঐশীবাণী, ফেরেশতার প্রতি আস্থা রাখে না। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মনে করিতেন যে, কোরআন শরীফ রসুল করীম (সাঃ)-এর চিন্তা বা ধারনার ফল। খ্রীষ্টানদের নিকট শুনিয়া তিনি এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

(হাদিস শরীফের অবশিষ্ট)

(হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ওসিলা (যোগসুত্র) এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান কর এবং সেই মর্যাদায় স্থান দাও, যাহার ওয়াদা তুমি তাঁহার সহিত করিয়াছিলে" এইরূপ দোওয়া যে ব্যক্তি করিবে কেয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশের উপযুক্ত হইবে। (বুখারী)

(১৪)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি রসুল করীম (সাঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, যখন দস্তরখানা বিছান হইয়া যায় এবং খাবার রাখিয়া দেওয়া হয়, তখন নামাজ আরম্ভ করা নামায না পড়ার সমতুল্য। এই ভাবে দুইটি অপবিত্র জিনিষ প্রস্রাব এবং পায়খানার বেগ হইলে তখনও নামায পড়ার কোন মুল্য নাই। (মুসলিম)।

অনুবাদ—**বশির আহমদ**

★

সুতরাং এই সমস্ত সম্প্রদায় হইতে নিজদিগের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করার জন্য এই ফেরকার নাম আহ্‌মদী রাখা হইয়াছে।

হযরতের উত্তর শেষ হইবার পূর্বেই মৌলবী সাহেব পুণঃ প্রশ্ন করিলেন যে, কোরআন শরীফের আদেশ যে "لاتفرقوا" অর্থাৎ দল উপদলে বিভক্ত হইও না। কিন্তু আপনি বিভেদ করিয়াছেন।

হযরত বলিলেন ঃ—

আমি দল উপদলে বিভক্ত করিতে আসি নাই। পরন্তু দল উপদলের সমাধান করিতে আসিয়াছি। যদি আহ্‌মদী নামে অপমান হয়, তবে শা'ফী ও হাম্বলী নামেও অপমান হয়। কিন্তু এই সমস্ত নাম সেই বুজুর্গগণ রাখিয়াছেন, যাহাদিগকে আপনারা পবিত্র বলিয়া মান্য করেন। এই সমস্ত সাধুদের উপর আপত্তিকারী এবং যাহারা তাঁহাদিগকে গালি দেয় তাহারা বড়ই হতভাগা। নিজদিগকে (অশ্লীলতা হইতে) পৃথক করিবার জন্য তাঁহারা এইরূপ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। খোদাতায়ালার সহিত আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং আমাদের উপর আপত্তিকারী খোদতায়ালার উপরই আপত্তি করিয়া থাকে। আমাদের মুসলমান এবং আহ্‌মদী একটি পরিচায়ক নাম।

একমাত্র মুসলমান নাম হইলে পরিচয়ের সনদ কিভাবে প্রকাশ পাইবে। খোদাতায়ালা একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন এবং ইহা অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র হওয়া জরুরী ছিল। স্বাতন্ত্র্য ছাড়া ইহার সংগঠন প্রকাশিত হইত না এবং মাত্র মুসলমান বলাতেই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ হয় না।

ইমাম শা'ফী ও হাম্বলীর যুগও এইরূপ ছিল। তখন বে'দাত শুরু হইয়া গিয়াছিল। যদি তখন ঐ সমস্ত নাম না থাকিত, তাহা হইলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য হইতে পারিত না। সহস্র সহস্র লোক মিলিয়া মিশিয়া থাকিত। ঐ চার নাম ইসলামের জন্য চারটি প্রাচীর স্বরূপ ছিল। যদি ঐই সমস্ত লোক সৃষ্টি না হইত, তবে ইসলাম ধর্ম এমন সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িত যে, বে'দাত এবং বে'দাতহীনদের মধ্যে প্রার্থক্য হইতে পারিত না। বর্তমানে সেইরূপ যুগের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘরে ঘরে ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা মুসলমান, এই কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদ অপনোদন করার জন্য এই নাম (অর্থাৎ আহ্‌মদী) রাখা হইয়াছে। পয়গাম্বরে খোদা (সাঃ) তৌরাতের অনুগামীদের সহিত প্রভেদ করিয়াছেন এবং সম সাময়িক দৃষ্টিতে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল কথা হইল যে, স্বয়ং খোদা এই মতভেদ সৃষ্টি করেন।

যখন মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন খোদাতায়ালা স্বয়ং ইচ্ছা করেন যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রার্থক্য হউক।

(মলফুযাত ৮ম খণ্ড)

অনুবাদ—**মাহমুদ আহ্‌মদ**

★

ভ্রম সংশোধন

আহ্‌মদীর গত ৩০শে আগষ্ট সংখ্যার অমৃত বানীর শেষাংশে ছাপার ভুলের দরুণ লিখা হইয়াছে "তাহার নিকট কোন কিছুরই অভাব নাই এবং তিনি কৃপনও নহে। খোদার প্রতি এরূপ ধারণা যে করে সে কুফরী করে" আসলে ইহা হইবে তাহার নিকট কোন কিছুর অভাব রহিয়াছে এবং তিনি কৃপণ। খোদার প্রতি এরূপ ধারণা যে করে সে কুফরী করে।

—সম্পাদক আহ্‌মদী

অন্তর্মুখী

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

তারা চাঁদকে খোঁজে পেল না ঃ

নিউইয়র্ক হতে গত ১৮ই আগষ্ট (১৯৬৯) চাঁদে নামার আগে সর্ব শক্তিমানের কাছে "অলড্রিনের প্রার্থণা" নাম দিয়ে নিম্ন লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ

"একাদশ এপোলোর নভোচারীদের সম্পর্কে আজ এখানে প্রকাশিত নূতন তথ্যে জানা যায় যে, চন্দ্র বিজয়ী এড্উইন অলড্রিন চন্দ্রপৃষ্ঠে নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অলড্রিন এবং নীল আর্মষ্ট্রং চন্দ্রপৃষ্ঠে পর্দাপণের পূর্বে অলড্রিন কিছুক্ষণ বেতার যোগাযোগ বন্ধ রাখার জন্য হিউষ্টনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে অনুরোধ জানান।

অতঃপর মাটির দুনিয়াকে প্রতীক্ষারত রাখিয়া তিনি নিবিষ্টমনে ধর্মীয় নিয়মে সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাশিয়ান মহাকাশচারি গেগরিন প্রথমে মহাকাশে সামান্য পা বাড়িয়েই অহংকারে বলেছিলেন, স্রষ্টাকে কোথাও খোঁজে পান নি। এর অর্থ ছিলো তিনি যখন স্রষ্টাকে তথায় চাক্ষুষভাবে দেখতে পাননি তখন স্রষ্টা বলতে কোন কিছু নেই। অপর দিকে আমরা দেখতে পাই আমেরিকান মহাচারিগণ যাত্রা করার সময়ে এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছার আগে অতি দরদে দিলে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছেন। আল্লাহ তাঁদের প্রচেষ্টাকেই সাফল্য দান করেছেন। যারা স্রষ্টাকে খোঁজে পাননি বলে আস্তিক জগতের প্রতি বিদ্রূপ করেছিলেন আল্লাহ্র এমনি বিধান যে, তারা চাঁদকেও খোঁজে পেল না। যারা স্রষ্টাতে বিশ্বাসী তাদের জন্য এখানে যথেষ্ট ভাববার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ্র নিকট আত্মনিবেদনের জন্য তারা যে আরো বেশী করে উৎসাহ বোধ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

★

সেকালের তরুণ মোসলেম

দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

[৩]

পরের জন্য আত্মত্যাগ –

লাবিদ অতি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অজ্ঞতার যুগে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যখন বসন্তের বায়ু প্রবাহিত হইবে তখন তিনি পশু জবেহ করিয়া লোকদিগকে ভোজ দিবেন। সর্বদাই তিনি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এক সময় এমন আসিল যে, এই ধরনের ভোজ দেওয়া তাহার আর্থিক অবস্থার জন্য আরও সম্ভব রহিল না। তথাপি তিনি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না।

প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাহার নিজের যেমন বাসনা ছিল, তাহার মোসলমান ভ্রাতাদেরও তদপেক্ষা কম ছিল না। তাহারা তাহাদের এক ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য এরূপ অবহিত থাকিতেন যে, বসন্তের বায়ু প্রবাহিত শুরু হইলেই তাহারা উষ্ট্র জবেহ করিয়া লাবিদের সাহার্যার্থ প্রেরণ করিতেন যেন তিনি তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হন। এই প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে নিজেদের না হওয়া সত্ত্বেও তাহারা কখনও স্বীয় ভ্রাতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

মওলবী রহমতুল্লাহ খাঁ শাকের প্রণীত মোসলেম নওজোয়ানুকে সুনহারী কারনামে শীর্ষক পুস্তক হইতে অনুদিত ও সংকলিত।

ওহুদ যুদ্ধে যখন হযরত হামজা (রাঃ) শহীদ হন তখন তাঁহার কাফনের জন্য তাহার আপন ভগ্নি সুফিয়া (রাঃ) স্বীয় পুত্র জুবায়ের (রাঃ)-কে দুইটি চাদর দিলেন। তাহাকে কাফন পরাইবার সময় জুবায়ের (রাঃ) দেখিলেন যে, হযরত হমজার (রাঃ) লাশের পার্শেই একজন আনসার মোসলমানের লাশ পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার জন্য কাফনের কোন কাপড় নাই। স্বীয় মাতুলকে দুইটি চাদর পরাইয়া দিবেন অথচ অপর ভ্রাতা কাফনহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিবেন ইহা তাহার সহ্য হইল না। সুতরাং তিনি একটি চাদর তাঁহার জন্য দিয়া দিলেন। অপর চাদরটি হযরত হামজার (রাঃ) লাশ আবৃত করার জন্য যথেষ্ট ছিলনা। মস্তক আবৃত করা হইলে পদদ্বয় অনাবৃত থাকিত এবং পদদ্বয় আবৃত করা হইলে বস্তক অনাবৃত থাকিত। এতদ্দর্শণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আদেশ করিলেন, চাদর দিয়া মস্তক আবৃত কর এবং পদদ্বয়ের উপর ঘাস পাতা ছড়াইয়া দাও।

আল্লাহ্! আল্লাহ্! তাহারা কিরূপ লোক ছিলেন। দারুণ শোকের সময় যখন মানুষের হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় তখনও তাহাদের স্বীয় ভ্রাতার কথা এতদূর মনে থাকিত যে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যেও তাঁহারা কোন প্রকার পার্থক্য করিতেন না এবং তাহদের অভাব অভিযোগের প্রতি অমনোযোগী হইতেন না।

এবাদার পুত্র কয়েস (রাঃ)-এর নিকট বহু লোক ঋণী ছিলেন। একদা তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে ঋণী ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি এই কথা জানিতে পারিয়া সর্বসাধারণে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সকলের ঋণ তিনি মাফ করিয়া দিয়াছেন। এই ঘোষণার পর এত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল যে, যে বাড়ীতে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, তাহার সিড়ি ভাঙ্গিয়া গেল।

★

পূর্ব বাংলায় আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

[২]

মৌলভী মির্জা আলী আখন্দ বি, এসসি

আমি ছোট বেলা হইতেই মৌলভী সাহেবের বাগ্মীতা ও গভীর জ্ঞানের কথা অনেক শুনিয়া আসিয়াছি। আহ্‌মদীয়াত গ্রহণের আগে আমি তাঁহার সভায় যোগদান করিয়াছি। তাঁহার ওয়াজ শুনিয়া লোকে এতদূর অভিভূত হইত যে, একবার আমাদের বাটীতে রাত্র ১২টায় এক সভার অবসান হইবার পর সব লোকদের এই প্রতিজ্ঞা করিতে দেখিলাম "অদ্য তওবা না করিয়া যাইব না।" উক্ত সভায় তিনি মরণের পরে পাপীদের শাস্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমার এক ফুপা জনাব মুন্সী হোসেন সাহেব, যাহার বাড়ী প্রেমারচরের পার্শ্বস্থ বৈরাগীচর গ্রামে মৌলভী সাহেবের আহ্‌মদী হইবার পর তিনি এই বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়া ছিলেন, "হায়, এই মৌলানা তালেব হুসেন সাহেবের ওয়াজ শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। আজ সেই ব্যক্তিই কাদিয়ানী হইয়া গেল।" আমাদের দেশে তাঁহার ইসলাম শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান, বাগ্মিতা ও তেজস্বিতার জন্য লোকে তাহাকে 'বাঘ মৌলানা' বলিত।

বিরামহাজীর ঘটনা

বিরামহাজী বলিয়া প্রেমারচরে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মারা যাইবার আগে মৌলভী সাহেবের নিকট খাহেশ জানাইয়া ছিলেন যে, তাহার মৃত্যু যেন মৌলভী সাহেবের উপস্থিতিতে হয়, আর তাহার জানাজা যেন মৌলভী সাহেবের উপস্থিতিতে হয়। কারণ তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, মৌলভী সাহেব তাহাকে বেহেশতে নিয়া যাইতেছেন। পরে মৌলভী সাহেবের কোলে মাথা রাখিয়া তিনি কলেরা রোগে মারা যান এবং তিনি তাঁহার জানাজা পড়ান। এই হাজী সাহেব একজন ভাল আলেম, ওয়ায়েজ ও দাতা ছিলেন ও তাহার বহু মুরিদানও ছিল। মৌলভী সাহেব যখন হিন্দুস্থানে পড়া-শুনা করেন তখন তিনি তাহাকে আর্থিক ভাবেও যথেষ্ট সাহায্য করেন। আরো অনেক গণ্যমান্য লোক ও আলেমগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন মৃত্যুর পরে তাহাদের জানাজা তিনি পড়ান। এইগুলি তাঁহার আহ্‌মদীয়াত গ্রহণের আগের জীবনের ঘটনা।

ছাত্রজীবনের কয়েকটি ঘটনা

প্রায় ৫০।৫৫ বৎসর আগের কথা। তিনি যে আল্লাহর পিয়ারা ছিলেন এবং ভবিষ্যতে আল্লাহতায়ালা যে তাঁহার দ্বারা ইসলামের সেবা করাইবেন ও দীন ইসলামকে তাজা করাইবেন—তাহার আভাস ছাত্রজীবনেই পাওয়া গিয়াছিল। রিয়াসতে রামপুরে অধ্যায়ণ করিবার সময় লোকেরা তাহাকে 'শাহ সাহেব' বলিত। সেখানে তাঁহার একজন সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ঢাকা জিলার অন্তর্গত কাপাসিয়া থানায় ছিল। তাঁহাকে লোকে 'সুফী সাহেব' বলিত। এই সুফী সাহেব একদিন খাহেশ প্রকাশ করিলেন যে, সেই দিনই যদি কেহ তাহাদিগকে গোশ্‌ত-পোলাও খাওয়ার দাওয়াত করিত! হযরত মৌলনা তালেব হুসেন (রহঃ) সাহেব বলিলেন, "ইন্‌শাল্লাহ! এখনই দাওয়াত হইতে পারে।" তখন বেলা আসর। এমন সময় এক ব্যক্তিকে আসিতে দেখা গেল। মৌলানা সাহেব বলিলেন, "আমাদের খাহেশ

আল্লাহ্‌তা'য়ালা কবুল করিয়াছেন, এইজন্য এই ব্যক্তি দাওয়াত নিয়াই আসিতেছে।" সত্য সত্যই এই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের দুইজনকে হাত জোড় করিয়া অনুরোধ করিল, "আপনাদের দুইজনেরই আমার গরীবখানায় দাওয়াত। আমি সামান্য গোশ্‌ত-পোলাও এর আয়োজন করিয়াছি।

সেই সময় প্লেগে রামপুর রিয়াসতে প্রায় ৭ হাজার লোক মারা যায়। হাজার হাজার লোক শহর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মৌলনা সাহেব বলিলেন, "সব জায়গায়ই আল্লাহর, আমরা এই জায়গা ছাড়িয়া যাইবনা।" বহুলোক তাহাদিগকে শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। মৌলনা সাহেব বলিলেন, "আমরা খোদার বান্দা, খোদার রাজ্য ছাড়িয়া আমরা কোথায় পালাইয়া যাইব?" অনেকে মৌলানা সাহেবকে প্লেগের টিকা নিবার জন্যও অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি উত্তর দেন যে, "আমারত কোন রোগ হয় নাই, আমি কেন টিকা নিব? আমার রক্ষক খোদাই।" বাড়ীওয়ালা মিষ্টার মিয়াজান খান, যিনি সেই শহরের একজন বড় জমিদার ছিলেন, তাঁহাদের খাবারের বন্দোবস্ত করিয়া প্লেগের ভয়ে তাঁহাদের গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সেই সময় মৌলানা সাহেব একটা স্বপ্ন দেখিলেন যে, যেন বাঘে তাঁহাকে আক্রমণ করে, কিন্তু তাহার ক্ষতি করিতে পারে নাই। ইহার পরের দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটি উট তাহাকে কামড়াইতেছে, কিন্তু তিনি উটটাকে কোপাইয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি এই স্বপ্নের তাবীর করিলেন যে, তাহার প্লেগ হইবে কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে বাঁচাইবেন। ইহার পরেই তাহার গলায় একদিকে প্লেগ রোগ দেখা যায়। তিনি তিনদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হুশ হইলে দেখা যায় যে, সুফী সাহেব তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। সুফী সাহেব তাঁহাকে ঔষধ খাওয়ান। আল্লাহর বিশেষ ফজলে তিনি রোগ মুক্ত হইয়া যান।

ছাত্রজীবনের পরবর্তী ঘটনা

বাড়ীতে মাদ্রাসা স্থাপন—মাদ্রাসার পড়া শেষ করিয়া তিনি বাড়ীতে ফ্রি মাদ্রাসা খোলেন। সেই মাদ্রাসায় টাইটেল পাশ মৌলানারাও তাঁহার নিকট কোরান হাদীস পড়িতে আসিতেন। সেই মাদ্রাসা হইতে বহু ছাত্র আলেম হন ও দেশে ইসলামের আলো বিতরণ করেন।

একটি মোবাহেসার ঘটনা ও বিজয়—আহ্‌মদী হইবার আগেও আমাদের দেশের কোন মৌলভী মৌলানা তাঁহার সঙ্গে মোকাবেলা করার সাহস রাখিতেন না। একবারের একটি ঘটনা। আমি তখন মক্তবে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে পাড়ি। আমাদের গ্রাম হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে মস্থুয়া গ্রামের কয়েক ব্যক্তি নৌকা দৌড়ে কিছু 'গাইণী গান' গাহিয়াছিল। সে জন্য হাফেজ আবদুল মান্নান বলিয়া একজন মশহুর আলেম, যাহারা গান গাহিয়াছিল ও গান শুনিয়াছিল তাহাদের উপর কাফেরের ফতোয়া দিয়া একঘরে করিয়া রাখিলেন। উপরোক্ত হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেবও একজন জ্ঞানী ও সুবক্তা আলেম ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বহুদিন হইতে একটা হাফেজী মাদ্রাসা চলিয়া আসিতেছিল। তিনি সেই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেম। হাফেজ সাহেব এখনও জীবিত আছেন। একঘরে হইয়া ঐ সমস্ত লোকেরা অস্থির অবস্থায় ইহার একটা প্রতিকারের জন্য হজরত মৌলনা তালেব হুসেন (রহঃ)-এর নিকট আগমন করিল। মৌলানা সাহেব তখন মস্থুয়া গ্রামেই এক সভা আহ্বান করেন। কয়েক গ্রামের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। মৌলনা সাহেব কোরআন ও

হাদীস হইতে বহু দলীলাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, শুধু গান গাহিলেই কোন লোক কাফের হইতে পারেনা। কি গান গাহিয়াছিল, কি উদ্দেশ্যে গাহিয়াছিল, কিভাবে গাহিয়াছিল, কাফের ফতোয়া দিবার আগে এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিতে হইবে। উপরোক্ত ঘটনায় তাহারা যে গান গাহিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কাফের হইতে পারেনা বলিয়া হাফেজ সাহেবের ফতোয়া রদ করিয়া তাহাদিগকে সমাজে উঠাইয়া আনিলেন। হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেব তখন আরো একজন বড় আলেম কিশোরগঞ্জের উত্তরের কান্দাইলের সুপ্রসিদ্ধ শুক্কুরের বাপ মৌলানাকে পাল্‌কী দিয়া আনয়ন করিলেন। এই শুক্কুরের বাপ মৌলানা সাহেবের এক ছেলের সহিত আমার কলেজে পড়ার সময় কিশোরগঞ্জে দেখা হয়। সেইদিন গ্রাম হইতে শত শত দুর্ভীক্ষ প্রপীড়িত লোক খাদ্যের অন্বেষণে কিশোরগঞ্জে আগমণ করে। সেই সময় মুসলমান-দের কোন নেতা তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসেন নাই। আমরা দুইজন তখন এই সমস্ত লোকদিগকে নিয়া এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এস ডি ও সাহেবকে অনুরোধ করি। এস ডি ও সাহেব বলিলেন যে, সেইখানকার ডোবার কচুরীপানা সাফ করিলে তাহাদিগকে টেস্‌ট—রিলিফ দেওয়া হইবে। আমারা বলিলাম যে, তাহারা ক্ষুধায় কাতর। কচুরীপানা সাফ করিবার মত শারিরীক শক্তি তাহাদের নাই। তাহাদিগকে আগে কিছু খাইতে দিতে হইবে তারপর তাহাদের কাছ হইতে কাজ নিতে হইবে। এস ডি ও সাহেব কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা মনে নাই। উহা প্রায় ৩০ বৎসর আগের ঘটনা। এবার আসল ঘটনায় আসা যাক। আমাদের বেতাল বাজারে তখন এক বিরাট মোবাহেসা সভা হইল। উভয় পক্ষেই বহু আলেম ফাজেল উৎসাহের সহিত উক্ত সভায় যোগদান করিলেন। শুক্কুরের বাপ মৌলানা সাহেব দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেব কাফেরের যে ফতোয়া দিয়াছেন তাহা ঠিকই দিয়াছেন। আরো কয়েকজন আলেম তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিলেন। হজরত মৌলানা তালেব হুসেন (রহঃ) তখন দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করতঃ কোরান ও হাদীস হইতে প্রমাণ করিলেন যে, এ ব্যাপারে যাহাদিগকে কাফেরের ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে তাহারা কাফের হইতে পারে না। শুক্কুরের বাপ মৌলানা তখন জওয়াব দিতে না পারিয়া "আমার আজিকে মাথা ধরিয়াছে, কাল কথা হইবে" বলিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। ইহার পরের দিন "আমার শরীর ভালনা আমার মাথা ধরা ছাড়ে নাই" এই বলিয়া তিনি বহস করিতে অস্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। এর পরেও হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেব ক্ষান্ত না হইয়া পাঁচভাগের মৌলানা সামসুল হুদাকে গিয়া অনুরোধ করিলেন তাহার পক্ষ হইতে হজরত মোলানা তালেব হুসেন (রহঃ)-এর সঙ্গে বহেস করার জন্য। উক্ত মৌলানা সামসুল হুদা সাহেব অনেক দিন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রফেসার ছিলেন ও পাঁচভাগ দারুল উলুম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি হজরত আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)-এর সহপাঠী ছিলেন। এবং উভয়েই একই বছর ঢাকা মাদ্রাসা হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ পরীক্ষা পাশ করেন। মৌলানা সামসুল হুদা সাহেব হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেবের অনুরোধ এই বলিয়া প্রত্যাখান করিলেন যে, 'মৌলানা তালেব হুসেন সাহেব একজন বা আমল আলেম। তিনি যে ফতোয়া দিয়াছেন তাহা ঠিকই দিয়াছেন। তাঁহার

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব

মৌলবী মোহাম্মদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা অধিকাংশ সময়ে কোন বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া মন্তব্য বা বিচার করিয়া বসি। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি এইভাবে বিচার করিতেন, তাহা হইলে এক মুহূর্তের জন্যও জগৎ চলিত না। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যাইত। বিচারের নিয়ম হইল কোন বিষয় আগাগোড়া তদন্ত করিয়া তবে ফয়সালা গ্রহণ করা। দেশের আদালতে এইভাবে বিচারের একটা চেষ্টা আছে। তাই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার বিচার পদ্ধতি নিখুঁত। তাঁহার বিচার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। অপরাধীর সম্বন্ধে ধারণা মুক্ত মন লইয়া বিচারে বসা। রাগের অবস্থায় বিচার না করা।

২। অপরাধের আগাগোড়া জানিয়া বিচার করা।

৩। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধের জন্য শাস্তি বিধান করা উচিৎ। তাহার অপরাধের সহিত অন্যের অপরাধ সংযুক্ত করা উচিৎ নহে।

৪। অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া, যেন লঘু পাপে গুরু দণ্ড না হয়।

৫। বিচারের সময় ন্যায়দণ্ড ঠিক রাখা। অপরাধের সময় অপরাধীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিরুপায় ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্য চুরি করিয়া খাইলে তাহার অপরাধ অপর একজনের স্বভাববশতঃ খাদ্য চুরি করার অপরাধের সমান হইবে না।

৬। বিচারের সময় কাহারও পক্ষে বা বিপক্ষে সুপারীশ গ্রহণ করিবে না।

৭। আল্লাহ্‌তায়ালা যখন বিচার করেন তখন তাঁহার ফয়সালার মধ্যে দয়ার ভাব প্রবল থাকে। সামান্য

(পূর্ব বাংলায় আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের অবশিষ্ট)

বিরুদ্ধে আমি কোন ফতোয়া দিতে পারিব না। দ্বিতীয়তঃ যদিও তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা নাই তবুও বাতেনি অবস্থায় তিন দিন তাঁহার সঙ্গে আলাপ ও তর্ক হইয়াছে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনি একজন ভাল আলেম। আপনি তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া যান।" তাঁহারই পরামর্শ মতে হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেব হজরত মৌলানা তালেব হুসেন সাহেব (রহঃ)-কে দাওয়াত করিলেন ও এই ব্যাপারকে মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হজরত মৌলানা সাহেব তখন মস্থয়া গ্রামে আর একটা সভা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। এমনকি বড় বড় তফ্‌সীর কারকগণও তফ্‌সীরে অনেক ভুল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি হাফেজ সাহেব এবং প্রতিপক্ষকে মিলাইয়া দিলেন। হাফেজ সাহেবও নিজের ভুল স্বীকার করিয়া মাফ চাহিলেন। হাফেজ সাহেবের সঙ্গে পাকিস্তান হইবার পর ১৯৪৭ সনে মরহুম হজরত আবু মুসা ফজলুল করীম সাহেব ও আমি তার বাড়ীতে গিয়া দেখা করি। তিনি আমাদিগের সহিত অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেন। আমরা তাহাকে কিছু আহ্‌মদীয়াতের পুস্তকাদি পড়িতে দেই।

★

ভাল কথায় তিনি পাপীকে ক্ষমা করিয়া দেন। বরং তাহার ব্যবহারে দেখা যায় যেন অপরাধীকে ক্ষমা করিবার জন্য তিনি ছুতা খুঁজেন। এই জন্য তিনি নিজেকে বিচারক বলেন নাই। তিনি নিজেকে عادل يوم الدين "বিচার দিনের বিচারক" না বলিয়া مالك يوم الدين "বিচার দিনের প্রভু" বলিয়াছেন। বিচারক অপরাধীকে ছাড়িয়া দিলে যালেম হইবে, কিন্তু প্রভু অপরাধীকে ক্ষমা করিলে দয়ালু অভিহিত হইবেন।

বিচারের গুণের অনুশীলনে আমাদিগকে সবিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন আমরা যালেম না হই। লেনদেনের ব্যাপারে এক টাকার পরিবর্তে এক টাকার ওজনের জিনিস দেই। জিনিস দিবার সময় কম না দেই এবং লইবার সময় বেশী না লই। কাহারও ঘরে মজুরী খাটিতে যেন মজুর কাজে ফাঁকি না দেয় এবং গৃহস্থ যেন মজুরকে কম মজুরী না দেয়। মাষ্টার যেন বেতন গ্রহণ করিয়া শিক্ষকতায় ফাঁকি না দেয়। ডাক্তার সমাজে তাঁহার মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রুগীকে ব্যবসায়ের বস্তু গণ্য না করিয়া, সেবার পাত্র হিসাবে তাহাদিগের চিকিৎসা করিতে লেন-দেনের ব্যাপারে বিচার কায়েম রাখিবেন। অনুরূপভাবে আইনজীবিগণ তাঁহাদিগের মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মক্কেলগণের সহিত বিচার কায়েম করিবেন। মক্কেলগণকে বিচার আনিয়া দিতে তাহাদিগের প্রতি যেন তাঁহারা অবিচার না করেন। এই ভাবে যেন সকল কথা ও কাজে আমরা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায়দণ্ড কায়েম রাখি। যাঁহারা বিচারকে জীবনে সুক্ষ্মভাবে কায়েম করেন, তাঁহারা বিখ্যাত হইয়া থাকেন। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে পুরস্কার, যেহেতু তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করেন। ন্যায় বিচারকদের সম্বন্ধে হাদিসে বর্ণিত আছে—

اذا حكم الحاكم فاجتهد و اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد واخطأ فله اجر واحد

'যখন ন্যায্য বিচার করিতে বিচারক কঠোর পরিশ্রম করে এবং ঠিক বিচার করে, তখন তাহার জন্য দুইটি পুরস্কার থাকে, এবং যখন ন্যায্য বিচার করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু বিচারে ভুল করে, তাহার জন্য একটি পুরস্কার থাকে।'

(সহি বুখারী ও মুসলেম)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আদর্শ এবং শিক্ষার ফলে সাহাবাদের মধ্যে কিরূপ সুক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম।

এক সাহাবী (রাঃ) একটি ঘোড়া বিক্রয় করিতে ১০০০ দিনার চাহিলেন। ক্রেতাও এক সাহাবী (রাঃ) ছিলেন। তিনি বলিলেন, উহার মূল্য ২০০০ দিনার এবং ইহার কম মূল্যে তিনি ঘোড়াটি খরিদ করিবেন না। বিক্রেতা বলিলেন, 'ভাই, ঘোড়া আমার। আমিই উহার মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী জানি। উহার মূল্য ১০০০ দিনারের উর্ধে এক দিরহামও বেশী নহে।' ক্রেতা বলিলেন, 'ভাই, ঘোড়া তোমার হইতে পারে। কিন্তু আমি ঘোড়ার জহুরী। তোমার ঘোড়ার মূল্য আমি বেশী বুঝি। ২০০০ দিনারের কম মূল্যে তোমার ঘোড়া লইলে, তোমাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে এবং আমার বিবেক কলুষিত হইয়া যাইবে এবং তজ্জন্য কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আমাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। এ কাজ আমি করিতে পারি না।' তখন বিক্রেতা বলিল, 'আমিও ভাই আমার ঘোড়ার মূল্য জানি। তোমার নিকট ১০০০ দিনারের বেশী মূল্য লইলে তোমাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে এবং আমার বিবেক কলুষিত হইয়া যাইবে এবং তজ্জন্য কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আমাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। আমিও এরূপ বেচাকেনায় রাজি হইতে পারি না।

দুঃখের বিষয় বর্তমান জগৎ ইহার উল্টা পথে চলিতেছে এবং ইহারই ফলে সর্বত্র অশান্তি ও হাহাকার।

কাহারও সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেও এক ন্যায়-দণ্ড আছে। সম্যক না জানিয়া যেন কাহারও বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার সমালোচনা না করি। এই নীতি অনুসরণ করিলে আজ জগতের অর্ধেক দুঃখ ও বিপদ লাঘব হইয়া যাইত।

আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদি আজ ন্যায্য বিচার বুদ্ধি কায়েম হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে বিলম্ব লাগিবে না।

আমরা আল্লাহ্‌কে লাভ করার পথে যখন বিচারে সুদৃঢ়ভাবে কায়েম হইয়া যাই এবং লেনদেনের মান-দণ্ডকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করি, তখন দ্বিতীয় ধাপ রহীমিয়াতের মর্যাদায় উন্নীত হইতে বিচারের জন্য উপরে যে সাতটি নীতির বর্ণনা করিয়াছি, উহাদের মধ্যে সপ্তমটির চড়াই পথ ধরিয়া আমাদিগকে উপরে উঠিতে হইবে। প্রত্যেক লেনদেনের মধ্যে আমরা যাহা পাই, তাহা অপেক্ষা যেন কিছু বেশী দান করি। এই প্রচেষ্টা উভয়েরই তরফ হইতেই হইতে পারিবে। গৃহস্থ ১৲ টাকায় মজুর রাখিয়া সন্ধ্যার সময় তাহাকে ১৲ টাকা দিয়া অতিরিক্ত কিছু পয়সা বা খাবার দিবে। পক্ষান্তরে মজুরও সারাদিন মেহনত করিয়া কি জানি ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, সেই জন্য সন্ধ্যার দিকে আরও কিছু বেশী সময় কাজ করিয়া দিবে। উভয়েরই দৃষ্টি থাকিবে, অপরের প্রতি যেন কোন অবিচার না হয় এবং খোদার কাছে যেন সে জন্য দায়ী হইতে না হয়। যদি এক পক্ষ বা উভয় পক্ষই ন্যায়দণ্ড কায়েম রাখিয়া অপরকে অতিরিক্ত কিছু না দিতে পারে, তাহা হইলে অন্ততঃ অপরের বা পরস্পরের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করিতে পারে, 'হে খোদা! তোমার বান্দার প্রতি আমি অতিরিক্ত কিছু দিতে বা সেবা করিতে পারি নাই। কিন্তু তুমি অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক এবং মহান দাতা, তুমি এই ভ্রাতার উপর তোমার পক্ষ হইতে বরকত নাযেল কর এবং তোমার ভাণ্ডার হইতে দাও।"

অতীত যুগে মুসলমান বাদশাহগণের মধ্যে রহীমিয়তের প্রকাশের বহু ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

এক বাদশাহের দরবারে এক ধীবর বড় একটি মৎস্য আনিয়া উপহার দিল। বাদশাহ খুশী হইয়া উজিরকে বলিল, তাহাকে একশত আশরাফী দাও। উজির সঙ্কীর্ণমনা ছিল। বাদশাহকে বুঝাইল ইহার মূল্য এক আশরফীও না, এত মূল্য কেন তাহাকে দিবেন। বাদশাহ বলিলেন, 'আমি কথা দিয়াছি। কি ভাবে ফিরাইব? উজির বলিল, 'আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। উজির ধীবরকে জিজ্ঞাসা করিল, মাছটি স্ত্রী না পুরুষ, এবং বলিল, 'উহার জোড়া আনিয়া বাদশাহের ঘোষিত পুরস্কার লইয়া যাও। ধীবর হুঁশিয়ার ছিল, সে বলিল উহা স্ত্রীও না বা পুরুষও না, উহা নপুংস। ইহা শুনিয়া বাদশাহ আরও খুশী হইয়া ধীবরকে দুইশত আশরফী পুরস্কার দিলেন। ঐইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেদমতের বিনিময়ে মুসলমান বাদশাহগণের বড় বড় দান ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা। মানুষ যখন এই পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন সে আর কাহারও কুসমালোচনাও করিতে পারে না। সে তখন মানুষের মধ্যে কেবল ভাল বস্তু দেখে এবং তাহারই আলোচনা করে। ফলে সমাজের মধ্য হইতে মন্দ চলিয়া যায় এবং কল্যাণ, প্রেম, শান্তি ও সুখ আসিয়া মানব সমাজকে এক উচ্চতর স্বর্গের পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়।

যখন মানব রহীমিয়তের ধাপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার রহীমিয়তের গুণ-সম্পাতে তাহার অন্তরে রহমানিয়তের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া

চারা বাহির হয়। এই স্তরে আমাদিগকে অযাচিত দানের অনুশীলন করিতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত বিনা মজুরীতে কাহারও কাজ করিয়া দেওয়া। পাড়ায় কোন মেধাবী ছাত্র আছে, তাহার গৃহ শিক্ষক নাই। পড়া কিছু দেখাইয়া দিলে সে ভাল ফল করিতে পারে। এইরূপ ছাত্রকে কোন শিক্ষিত প্রতিবেশী বিনা বেতনে এবং কোন প্রকার প্রতিদান পাইবার বাসনা না রাখিয়া নিজের কিছু সময় ও মেহনত দিয়া গরীব ছাত্রটিকে পড়াইতে পারে। ঐ ছাত্রটিও বিনা আহ্বানে আসিয়া প্রতিবেশীর কিছু কাজ করিয়া দিতে পারে। পথ চলিতে পথহারা অন্ধকে নিজ কাজ রাখিয়া হাত ধরিয়া গন্তব্য স্থানে দিয়া আসা কোন কঠিন কাজ নহে। অর্থশালী ব্যক্তি অভাবী প্রতিবেশীকে অযাচিত ভাবে কিছু অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারে। কোন অক্ষম ভারবাহীর ভার উত্তোলনে সাহায্য করা। মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এক পলায়নপর অক্ষম বৃদ্ধার ভার বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার ঘটনা রহমানিয়তের গুণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মোট কথা ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, মহাজন ও খাতক ইত্যাকার ভাবে সকলেই আপন আপন স্থানে এই ধরণের অনুশীলন করিতে পারে।

যখন বান্দা এই স্তরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়, তখন তাহার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার রহমানিয়তের মহিমা-সম্পাত হয়। রহমানীয়তের ময়দান বড়ই বিস্তৃত। এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌তায়ালা বান্দাকে বহু কিছু শিক্ষা দিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালা الرحمن علم القران 'রহমান কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন।'

(সুরা রহমান, ১ম রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালার কালামের নযুল তাঁহার রহমানীয়তের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম লাভ করেন, তাঁহারা দ্রুত রবুবীয়তের স্রেণীর দিকে আগাইয়া যান। যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার কালামকে মর্যাদা দেয় না, তাঁহারা কখনও আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করিতে পারে না। অক্ষর পরিচয়ে যে অবিশ্বাসী, সে যেমন কখনও বিদ্যা অর্জন করিতে পারে না। তেমনি খোদার কালামের যে অনুশীলনে অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারী সে কখনও খোদাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

গৃহস্থ যেমন আগাইয়া গিয়া অতিথিকে আপন গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া আনে, তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার দিকে আগমনকারী বান্দাকে প্রত্যেক ধাপে যথাযোগ্য ভূষণে আগাইয়া নিয়া পরবর্তী উর্ধতন মর্যাদায় আনিয়া সমাসীন করেন। যখন বিচারকের শ্রেণীতে বান্দা উত্তীর্ণ হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা বিচারের প্রভু রূপে তাহাকে রহীমিয়তের শ্রেণীতে আগাইয়া আনেন, যখন রহীমিয়তের শ্রেণীতে সে উত্তীর্ণ হয়, তখন রহীমিয়তের রূপ ধরিয়া তিনি তাহাকে রহমানীয়তের শ্রেণীতে আগাইয়া আনেন এবং যখন রহমানীয়তের শ্রেণীতে সে উত্তীর্ণ হয়, তখন তিনি তাহাকে রবুবীয়তের শ্রেণীতে আগাইয়া আনেন। রবুবীয়তের কাজ পিতা-মাতার কাজের অনুরূপ। গৃহে দুগ্ধ ও খাদ্য রাখিয়া পিতা-পিতা এ কথা মনে করে না যে, সন্তান নিজে গিয়া লইয়া খাইবে। বরং তাহারা তাহাকে আনিয়া খাওয়ায় এবং খাইতে না চাহিলে, জোর করিয়া খাওয়ায়। এই স্তরের বান্দা দুনিয়ার পিতামাতা স্বরূপ হইয়া যান। তিনি মানুষের পিছনে পড়িয়া তাহাদিগকে সত্য গ্রহণ করান। রবুবীয়তের স্তরে অবস্থিত বান্দা জনগণের কল্যাণের জন্য সদা চিন্তাশীল ও প্রয়াসশীল থাকেন। তিনি নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্টের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। কিসে আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দাগণের মঙ্গল হইবে সেই চিন্তায় তিনি সদা বিভোর থাকেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক বুঝিবেন।

একবার হযরত রসুল করীম (সাঃ)-তবলীগের জন্য তায়েফ গিয়াছিলেন। সেখানকার লোক তাঁহাকে

পাথর মারিয়া রক্তাক্ত কলেবর করিয়া তাঁহার পিছনে কুকুর লেলাইয়া দেয়। তিনি ফিরার পথে এক বাগানে আরাম করিতে বসেন। বাগানওয়ালা নিজ গোলামের মারফং তাঁহাকে কিছু ফল পাঠাইয়া দেয়। তিনি ফলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই গোলামকে তবলীগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অভ্যাস ছিল যে, হজের সময় যখন হাজীগণ আসিত, তিনি তাহাদিগের তাঁবুতে গিয়া তবলীগ করিতেন। তিনি ইহার অপেক্ষা করিতেন না যে, কেহ তাঁহার নিকটে আসিবে, তবে তিনি তবলীগ করিবেন। তিনি সদা স্বয়ং মানুষের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে সত্যের প্রচার শুনাইতেন, যেভাবে পিতামাতা আপন সন্তানকে খুঁজিয়া আনিয়া তাহাকে আহার করায় যেন সে ক্ষুধার্ত না থাকে।

এই স্তরের বান্দাগণের মধ্যে নবীগণ শীর্ষ স্থানীয় হইয়া থাকেন। মোহাদ্দেছ, মোজাদ্দেদ এবং নিঃস্বার্থ ধর্ম প্রচারকগণও এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু তাহারা আংশিক ভাবে আল্লাহ্তায়ালার রবুবীয়তের প্রকাশের স্থল হইয়া থাকেন।

এই স্তরের বান্দা বিশেষ করিয়া নবী, পিতা-মাতার ন্যায় জনগণের হিতার্থে তাহাদিগকে আল্লাহ্র বাণী শুনাইয়া থাকেন। মানুষ তাঁহার কথা না শুনিলে বা বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তিনি তাঁহার কর্তব্য হইতে পশ্চাদপদ হন না। রুগ্ন সন্তান ঔষধ খাইতে অস্বীকৃতি জানাইয়া হাত পা ছুড়িয়া পিতা-মাতাকে মারিলেও, তাহারা যেমন তাহাদিগের কর্তব্য হইতে নিরস্ত হয় না, আল্লাহ্তায়ালার নবী মহা বিরোধীতা সত্ত্বেও জনগণকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা হইতে বিরত হন না। ফলে তিনি এমন একদল লোককে পান, যাঁহারা সকল অবস্থায় তাঁহার অনুগামী হয়েন এবং তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন, শুদ্ধ এবং পবিত্র করেন। তাহাদিগকে কষ্ট দিলে অথবা শাস্তি দিলেও তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। কারণ আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার জন্য যুগ-নবী ইহলোকে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে আধ্যাত্মিক মহা ডাইনামো স্বরূপ হইয়া থাকেন। গৃহ যতই বিজলী বাতির সুন্দর উপকরণে সজ্জিত হউক না কেন, গৃহের মিটার যেমন ডাইনামোর সহিত সংযুক্ত না হইলে গৃহ আলোকিত হয় না, তেমনি যুগনবীর সহিত এবং তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত না হইলে, অন্তরে ঐশীবাতি জ্বলিবে না। এই জন্য নবীর সত্য অনুগামীর দল কোন অবস্থাতেই জামাত পরিত্যাগ করেন না। সকল দুঃখ ও সকল ত্যাগ স্বীকার করিতে তাঁহারা সদা প্রস্তুত থাকেন। উত্তরকালে নবীর অবর্তমানে, নবীর শিক্ষাকে তাঁহারা জনগণের মধ্যে প্রচার করেন এবং তাহাদিগকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলেন। এই ভাবে নবীর সিলসিলা আগে চলিতে থাকে এবং তিনি সদা সকলের পিতার স্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই পদে অধিষ্ঠিত মহাপুরুষের সহানুভূতি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কল্যাণকামী হইয়া থাকেন।

এই স্তরের মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রবুবীয়তের পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের প্রকাশকারী ছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। তিনি ব্যতিরেকে অপর কেহ এই মর্যাদা লাভে সক্ষম হন নাই। তিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের প্রধান ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তীগণের প্রধান এ জন্য ছিলেন না যে, তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, বরং এই জন্য যে তাঁহারা আসিয়াছিলেন জনগণকে প্রস্তুত করিতে, যাহাতে তাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারে। তিনি পরবর্তীগণের জন্য শিক্ষক এই কারণে যে, তাঁহার অনুগমন

ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভের কোন পথ না থাকায়, তাঁহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াই আল্লাহ্‌কে লাভ করেন এবং করিতে থাকিবেন। পূর্ববর্তী নবীগণ খোদাতায়ালার যুগোপযোগী রবুবীয়তের প্রকাশের স্থল ছিলেন, কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌ মহা নামধারীর পূর্ণ প্রকাশের স্থল। পূর্বালোচিত চারিটি মৌলিকগুণ তথা সকল গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ এবং তিনি সকল ত্রুটি, দোষ এবং দুর্বলতা হইতে মুক্ত। এই জন্য সকল প্রশংসা তাঁহার। সুরা ফাতেহার প্রারম্ভে তাই الحمد لله 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র" বলা হইয়াছে। এইরূপ সকল প্রশংসার অধিকারীর যিনি প্রকাশের স্থল হয়েন, তিনিও الحمد "সকল প্রশংসা"র যোগ্য। প্রতিবিম্ব মূলের অনুরূপ হইয়া থাকে। এই জন্য হযরত রসুল আকরাম (সাঃ)এর নাম محمد মোহাম্মাদ (সাঃ) অর্থাৎ "প্রশংসিত।" সকল প্রশংসা তাহার মধ্যে পুঞ্জীভুত হইয়া রহিয়াছে। মোহাম্মাদ (সাঃ) নাম ব্যতিরেকে 'খাতামান্নাবীয়ীন-নবী' হওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং তাঁহার সফল নাম তাঁহার খাতামান্নবীয়ীন হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নামের মধ্যে এক আহমদ "প্রশংসাকারী'র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। কারণ যিনি প্রশংসিত, তাঁহার প্রশংসাকারীর প্রয়োজন রহিয়াছে। গত চৌদ্দ শত বৎসরে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রশংসা সাহাবা কেরাম (রাঃ আঃ), ইমাম, মোজাদ্দেদ, আওলিয়া এবং বহু বুযুর্গানে দীন করিয়াছেন। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষভাগে যখন মুসলমানগণ খোদার সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইল এবং খ্রীষ্টান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, নাস্তিকগণ একযোগে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিল, তখন তাহারা যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কুৎসায় মুখর হইয়া উঠিল, মুসলমানগণ তেমনি বুদ্ধির দোষে বহু কেচ্ছা-কাহিনী বানাইয়া দুশমনগণের নিকট হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কুৎসায় খোরাক যোগাইল। ফলে মুসলমানগণ বিরুদ্ধবাদীগণের কুৎসার জবাব দিতে পারিল না এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে কুৎসার হিমালয় খাড়া হইয়া উঠিল। এমন সময়ে খাতামান্নবীয়ীন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশিত সকল কুৎসাকে খণ্ডন করিয়া তাঁহার পূর্ণ প্রশংসা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথই আল্লাহ্‌কে লাভ করার জন্য একমাত্র পথ, তাহা সাব্যস্ত করার জন্য এক "আহমদ" এর আগমনের প্রয়োজন ছিল। তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তিনি যথা সময়ে আসিয়া তাঁহার কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া ছিলেন। তিনি লিখায়, কথায় এবং কাজে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এরূপ প্রশংসা ও খেদমত করিয়াছেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা, চরিত্র ও আদর্শকে রাহুমুক্ত করিয়া আবার সূর্যের ন্যায় সমুজ্জল করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি নিজ জীবন দর্পণে তাঁহার শিক্ষা, চরিত্র এবং আদর্শকে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি এযুগে رب العالمين বিশ্ব-সমূহের রবের দ্বিতীয় প্রকাশের স্থল। তাঁহার অনুগমনের দ্বারাই এখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগমন সম্ভব। অন্যথায় নহে। এই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার উপর ইলহাম করিয়াছিলেন যে, "তোমার উপর বিশ্বাস না আনিয়া খোদাকে লাভ করা যাইবে না।" এ যুগের জন্য সকল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাহার মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে এবং তিনি সকল নবীর সত্যতাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হিংসা বিদ্বেষ দূর করিয়া সকল ধর্মের সমন্বয় করিয়া ইসলামের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনিই

আজ সকল খোদালাভেচ্ছুগণের জন্য আদর্শ। ইহা এই জন্য যে তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর খাদেম এবং তাঁহার পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া। এই মর্যাদা এমন যে, যে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে সে-ই আল্লাহ্-তায়ালার পূর্ণ রবুবীয়ত হইতে আশিস লাভ করিবে এবং যে কেহ তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিবে, সে আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ রবুবীয়তের ছায়া হইতে বাহির হইয়া যাইবে। সকল নবীই আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ রবুবীয়তের প্রকাশের স্থল ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পূর্ণতা ছিল আপন আপন যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণতা সকল দেশ ও কালের জন্য। তিনি সকলের শিরোদেশে শোভা বর্ধন করিতেছেন।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুগমনের ফলে আমরা যে উপরে বর্ণিত স্তরগুলি পার হইতেছি তাহা কিভাবে বুঝিব? স্কুল কলেজে ছাত্র যেভাবে এক শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীতে উঠে, এ পথেও প্রায় সেই রূপই হয়। কোন ক্লাসের ছাত্র যখন পড়াশুনায় সকল বিষয়ে এক নির্দিষ্ট মানের জ্ঞান অর্জন করে, তখন তাহাকে উপরের শ্রেণীতে উন্নিত করা হয়। আধ্যাত্মিক পথেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অনুরূপ কল্যাণ প্রদর্শন করেন। উন্নতির জন্য ছাত্রকে কোন বিষয়ে পুরা নম্বর রাখিতে হয় না। বরং এক নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর রাখিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে উক্ত পরিমাণ নম্বর না পাইলে তাহাকে উপরের শ্রেণীতে উন্নিত করা হয় না। এই ব্যবহারের মধ্যে কঠোরতা আছে। কোন এক বা একাধিক বিষয়ে পুরা নম্বর পাইলেও, কোন কোন বিষয়ে ফেল করিলে তাহাকে উন্নীত করা হয় না। ইহা ব্যতিরেকে পাশের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর না পাইলে, নম্বরগুলি বেকার যায়। কিন্তু অসীম এবং অনন্ত দয়ালু আল্লাহ্ বান্দার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। আধ্যাত্মিকতার প্রত্যেক স্তরেই অনুশীলন করার বহু বিষয় আছে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা বান্দাকে শ্রেণী বিভাগে উন্নতিদানে প্রত্যেক বিষয়ে এবং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর রাখার অপেক্ষা রাখেন না। যে কোন বিষয়ে বিন্দু পরিমাণ পুণ্য করিলে, তিনি উহারও পুরস্কার দিয়া থাকেন এবং বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করিলে উহার ক্ষতিও দিয়া থাকেন।

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ○

'যে কেহ এক বিন্দু পরিমাণ ভাল করিবে, সে উহা দেখিবে এবং যে কেহ এক বিন্দু পরিমাণ মন্দ করিবে, সে উহা দেখিবে।

(সুরা যিলযাল)।

আল্লাহ্তায়ালার এই বিধানের অধীনে বান্দা একই সময়ে তাহার আমল অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করিতে পারে। আমলের প্রতিদান সম্বন্ধে আল্লাহ্-তায়ালার বিধান এই যে ঃ—

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ، و من جاء بالسيئة فلا يجزا الا مثلها و هم لا يظلمون ○

'যে কেহ একটি পুণ্য কাজ করিবে, সে উহার অনুরূপ দশগুণ পাইবে, কিন্তু যে কেহ একটি মন্দ কাজ করিবে, সে উহার অনুরূপ একটি প্রতিদান পাইবে এবং তাহাদিগের প্রতি অন্যায় করা যাইবে না।'

(সুরা আন আম, শেষ রুকু)।

مثل الذين ينفقون اموا لهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة و الله يضا عف لمن يشا ، و الله واسع عليم ○

'যাহারা আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করে, তাহাদের (পুরস্কারের) দৃষ্টান্ত একটি শষ্যের বীজের ন্যায়, যাহা সাতটি শিস উদ্গত করে, এবং প্রত্যেক শিসে একশত

করিয়া শস্য বীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ আরও বাড়াইয়া দেন যাহার প্রতি চাহেন, এবং তিনি প্রসারতা দানকারী, সর্বজ্ঞ!'

(সুরা বকর, ৩৬শ রুকু)।

উপরে বর্ণিত আয়াতদ্বয় হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা কোন ভাল কাজের পরিবর্তে ১০ হইতে ৭০০ এবং আরও বেশী গুণ পুরস্কার দেন যেহেতু তিনি প্রসারতা দানকারী বদান্যশীল। পুন্য কাজ করার সময় আন্তরিকতা আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান গোচরে থাকে। তাই তিনি সর্বজ্ঞ হিসাবে পুণ্য কাজের সময় যাহার আন্তরিকতার যে পরিমাণ গভীরতা থাকে, তাহাকে তিনি তদনুযায়ী ১০ হইতে বহুগুণ পুরস্কারে ভূষিত করেন। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের প্রতিদানে একটি ক্ষতিই দিয়া থাকেন। ইহা এইজন্য যে সাজা একাধিক গুণ হইলে তিনি অবিচারী হইয়া যান।

পুন্যের পথে আধ্যাত্মিক গতি প্রথমে মন্থর থাকে, কিন্তু পথচারী যতই আগাইয়া যায়, তাহার গতিবেগ ততই বাড়িতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, পুন্যের বর্ধিত হারে পুরস্কার লাভের সহিত পুন্যশীলের আধ্যাত্মিক শক্তি অনুরূপ গুণে বাড়িয়া যায় এবং ফলে পুন্যশীল ব্যক্তির গতি গুণিতকের হারে বাড়িতে থাকে। জাগতিক দৈহিক গতির ইহা উল্টা। আমরা যখন পদব্রজে যাত্রা করি তখন আমাদিগের গতি দ্রুত থাকে, কিন্তু ক্রমে মন্থর হইয়া অবশেষে বিশ্রামের জন্য আমাদিগকে বসিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক যাত্রায় বিশ্রামে আরাম নাই, গতিবেগ বর্ধনে জড়-জগতের নিয়মে আমাদিগের দেহ বয়োবৃদ্ধির সহিত স্থবির ও অচল হইতে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে আমরা ক্রমোন্নত যৌবনের দিকে ছুটিয়া চলি। ফলে বেহেস্তে কেহ বৃদ্ধ থাকিবে না এবং সেখানে অনন্তকাল ব্যাপিয়া আমাদিগের যৌবনের নব নব রূপ, গুণ ও শক্তির ক্রমঃবিকাশ হইতে থাকিবে।

যেহেতু আধ্যাত্মিক যাত্রির গতি দ্রুততর হয়, সেই জন্য সাবধান হইয়া না চলিলে, সদা তাহার পতনের আশঙ্কা থাকে। দ্রুতগতির মধ্যে পতনের বিপজ্জনক ফল আধ্যাত্মিক যাত্রাতেও ঘটে। এই-রূপ বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য সুরা ফাতেহাকে আমাদিগের জন্য রক্ষাকবচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুরা ফাতেহা সম্বন্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্ধাংশ আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং দ্বিতীয়াংশ বান্দার জন্য। এই সুরার প্রথমাংশে আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় দেওয়া আছে এবং দ্বিতীয়াংশে বান্দার নিবেদন। আল্লাহ্তায়ালার পরিচয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সহিত বান্দার বিভিন্ন নিবেদনকে ধারাবাহিক ভাবে সমঞ্জস করা হইয়াছে।

সুরা ফাতেহার প্রথমাংশে পাঁচটি আশিসের সমুদ্রের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। (১) সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, (২) (যিনি) বিশ্ব সমূহের রব বা প্রতিপালক, (৩) (যিনি) আর-রহমান বা অযাচিত দাতা, (৪) (যিনি) আর-রীম বা বারবার পুরস্কার দাতা, (৫) (যিনি) মালেকে ইয়াওমিদ্দীন বা বিচার দিনের প্রভু। এই পঞ্চ কল্যাণ সমুদ্রের সমক্ষে পরবর্তী অংশে বান্দার পাঁচটি নিবেদন, যথা—(১) আমরা তোমারই উপাসনা করি, (২) এবং আমরা তোমারই সাহায্য যাচ্ঞা করি, (৩) আমাদিগকে সরল সহজ পথে চালাও, (৪) যাহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগের পথে, (৫) অভিশাপগ্রস্থ এবং ভ্রান্তদের (পথে) নহে। প্রথমাংশের নির্ণিত কল্যাণগুলির সহিত পরবর্তী অংশের নির্ণিত নিবেদনগুলির দফাওয়ারী কিভাবে মিল আছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পাঠক প্রথম অংশের (১) দফার সহিত পরবর্তী অংশের (১) দফার (২) দফার সহিত দফার ইত্যাকার ভাবে ৫টি দফার মিল দেখুন।

যিনি সকল প্রশংসার অধিকারী তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। যিনি বিশ্ব সমূহের প্রতিপালক,

তিনিই সাহায্য চাহিবার যোগ্য স্থল। তিনি অযাচিত দাতা, তিনিই সহজ ও সরল পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম। যিনি পুরস্কার দাতা, তিনিই পুরস্কার প্রাপ্তগণের পথে গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি বিচার দিনের প্রভু, তিনিই দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিতে এবং অভিশাপ ও ভ্রান্ত পথ হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা সকল প্রশংসার যোগ্য, এই জন্য ভক্তের নিবেদন তাঁহার ব্যবহার সদা উচ্ছসিত প্রশংসার কারণ হইয়া থাকে। ভক্ত তাঁহাকে ডাকিবে, অথচ তিনি তিনি তাহাকে সাড়া দিবেন না, ভক্ত তাঁহার সাহায্য যাচ্ঞা করিবে, অথচ তিনি তাহাকে সাহায্য দিবেন না, ভক্ত তাহার নিকট সুপথ চাহিবে, অথচ তিনি তাহাকে সুপথ দিবেন না, ভক্ত পুরস্কারের যোগ্য হইতে চাহিবে, অথচ তিনি তাহা করিবেন না, ইহা কখনও হইতে পারে না। কারণ এরূপ ব্যবহার প্রশংসার বিরোধী। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্ব সমূহের রব, সেই জন্য তিনি বান্দার প্রার্থনায় ইহকাল এবং পরকাল উভয় লোকের বিষয় সমূহের জন্য সাহায্য এবং সুপথ দেন এবং উভয় লোকেরই পুরস্কারের পথে চালান। কিন্তু ইহলোকে যেহেতু বান্দা ইহ-লৌকিক বা পারলৌকিক ব্যাপারে কিছু উন্নতি লাভ করিলে, অহঙ্কার আসিয়া তাহাকে অভিশপ্ত অথবা পথভ্রান্ত করিয়া ফেলিতে পারে, সেই জন্য এই দুই বিপদ হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা স্বরূপ মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের নিকটে অভিশপ্ত বা পথভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সুরার শেষে পঞ্চম প্রার্থনা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সুরা ফাতেহা আমাদিগের জীবনের প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর কল্যাণ হইতে অধিকতর কল্যাণের পথে চলিবার এবং গতিহত অথবা অধোগতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অপরিহার্য ও একান্ত সহজ রক্ষা কবচ। সুরা ফাতেহাকে সেইজন্য নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকাতের প্রারম্ভেই অবশ্য পাঠ্য করা হইয়াছে। সুরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না। হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) সদা-যে কোন বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বে সুরা ফাতেহা পড়িতেন। তাঁহার অনুগমনে আহ্‌মদীয়া জামাতের মধ্যে যে কেহ কোন মজলিশে কোন বিষয়ে বক্তৃত দিবার পূর্বে অবশ্যই সুরা ফাতেহা পাঠ করিয়া থাকেন।

খোদা ও সৃষ্টী জগতের এবং খোদা ও বান্দার নিখুঁত পরিচয় উভয়ের সম্বন্ধ, বান্দার জীবনের উদ্দেশ্য খোদা ও বান্দার পরস্পরের সহিত মিলনের পন্থা ও পথ, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ লাভের উপায় ইত্যাদি বিষয় এই সুরার অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে এমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা সেই প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ খোদা ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এভাবে সকল বিষয় এত অল্প কথায় ব্যক্ত করা কাহারো দ্বারা সম্ভব ছিল না। এই সুরা যেন স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে দেখিবার দর্পন স্বরূপ। ইহা ইহকাল ও পরকালের সংক্ষিপ্ত সার। ইহার দৃষ্টান্ত যেন অসীম সমুদ্রকে এক পরমাণুর মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে, অথচ ইহার যে কোন অংশ স্পর্শ করিলে সুনিশ্চিত জ্ঞানের অসীম সমুদ্র খুলিয়া যায়, এবং সম্মুখে ইহকালের ও পরকালের অপূর্ব রহস্যসমূহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (রাঃ) বলিতেন যে, যখনই তিনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তিনি সুরা ফাতেহার দফনে উহার সমাধান অনুসন্ধান করিতেন এবং উহার মধ্যে তিনি তাঁহার সমস্যার সন্ত্রান্ত সমাধান পাইয়া যাইতেন। সুরা ফাতেহার নিহিত তথ্য সমূহ জানিতে হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন পুস্তক হইতে এই সুরার ব্যাখ্যার, সঙ্কলন উর্দুতে "তফসীরে সুরা ফাতেহা" পাঠ করুন।

আল্লাহ্‌তায়ালাকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে লাভ করিবার জন্য এই সুরায় অব্যর্থ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সেই ব্যবস্থাকে তিনি কার্যকরী করিয়া ব্যক্তি ও জাতিকে সান্নিধ্য দিবার জন্য নবুওত ও খেলাফতের নিজাম কায়েম করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে ব্যক্তিগত পন্থায় খুঁজিয়া বাহির করিবে এ ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন। নাস্তিক বলে খোদাকে দেখি না কেন? সত্য কথা এই যে, খোদাকে কে দেখিতে চাহে? যে চাহে, সে পায়। দোয়া হইল আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করিবার এক-মাত্র পথ। তাঁহাকে লাভ করিবার দ্বিতীয় কোন পথ নাই। যে আগ্রহ ভরা হৃদয় লইয়া দোয়া করে, সে খোদাকে লাভ করে।

কিন্তু আগ্রহী হৃদয় কোথায়? সে প্রচেষ্টা কাহার আছে? আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিটি মানবকে আপন দর্শন ও সান্নিধ্য দানের জন্য স্নেহময়ী মাতা অপেক্ষাও অধিক প্রেম ও আগ্রহশীল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এ সম্বন্ধে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একদা এক যুদ্ধের অবসানে একটি স্ত্রীলোক তাহার হারানো সন্তানকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া যুদ্ধের পরিত্যক্ত ময়দানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ সমূহের মধ্যে যে কোন যুবকের লাশকে দেখিয়া সে নিজ সন্তান মনে করিয়া উহাকে তুলিয়া বুকে ধরিয়া পরে তাহার সন্তান নহে বুঝিয়া নামাইয়া একের পর এক যুবকের লাশ স্নেহশীল কোল দিতে দিতে আগাইয়া যাইতেছিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এই করুণ দৃশ্যের প্রতি সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কি ঐ স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ, সে তাহার হারানো সন্তানকে পাইবার জন্য কি গভীর বেদনা ভরা আকুল স্নেহে সারা ময়দানে ছুটাছুটী করিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার পথভ্রান্ত দাসকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটি অপেক্ষাও অধিক বেদনা ভরা প্রেম রাখেন।'

আল্লাহ্‌তায়ালা নিজেকে মানবের নিকট প্রকাশ করিতে এবং তাহাকে নিজ প্রেমাশ্রয়ে স্থান দিতে হইতে অবিরাম নানা দিক হইতে নানা ভাবে আহ্বান জানাইতেছেন। তাঁহার প্রকাশের ও পরিচয় দানের সিংহদ্বার তিনি সকলের জন্যই দিবারাত্র খোলা রাখিয়াছের।

আল্লাহ্‌তায়ালা যখন প্রকাশিত হন, তখন মানবের সকল ইন্দ্রিয়, অনুভূতি, বুদ্ধি, বৃত্তি, বিবেচনা, কর্ম, শক্তি প্রেরণা, সাধনা সকল কিছুকে ছাইয়া তাঁহার প্রকাশের বন্যা বহিয়া যায়। তাঁহার প্রকাশ মানবের সারা অস্তিত্বকে সন্তোষ, আনন্দ, শান্তি ও বিশ্বাসের বিমল জ্যোতিতে ভরিয়া তাহাকে অনন্ত জীবনের পথে খাড়া করিয়া দিয়া যায়। এই প্রকারের প্রকাশ শুধু ব্যক্তির জীবনেই ঘটে না, বরং সারা জাতির জীবনেও ঘটে।

এইরূপ প্রকাশ দেখিয়া পরাধীন ব্যক্তি ও জাতি শত্রু হইলেও খোদার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান ব্যক্তি ও জাতির এরূপ গুণমুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, তাহারা তাহাদের নিকট অচ্ছেদ্য গোলামীর চির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে। খোদার প্রকাশের গুণে গুণান্বিত হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর সদ্ব্যবহারে তাঁহাদের অধীনস্থ গোলামগণ এরূপ সম্মোহিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলেও তাহারা স্বাধীনতা চাহে নাই। যায়েদ (রাঃ) হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর গোলাম ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একথা তিনি জোরের সহিত বলিতে পারেন না যে, তিনি দাস হইয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বেশী খেদমত করিয়াছিলেন অথবা হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রভু হইয়া তাঁহার বেশী খেদমত করিয়াছিলেন। ফলে যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা যখন তাঁহার খোজ পাইয়া ডাকাইয়া পাঠান হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহাকে মুক্তি দেন। কিন্তু যায়েদ (রাঃ) মুক্তি লইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়া হযরত রসুল

করীম (সাঃ)-এর গোলামীতে রহিয়া যান। যখন আল্লাহ্-তায়ালার তরফ হইতে গোলাম আজাদ করিবার আদেশ হইল এবং উহার পালনে মুসলমানগণ গোলামগণকে আজাদ করিয়া দিলেন, তখন আরবের বুকে বিশ্বের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য পরিদৃশ্যমান হইল। কোন গোলাম আযাদী লইতে রাজী নহে। ইহা অপেক্ষা আরও এক অভূতপূর্ব ঘটনা মুসলিম ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফৎ কালে যখন সৈন্যাদক্ষ ও শাসনকর্তা হিসাবে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) সদ্য বিজিত জেরুজালেমে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহসা খ্রীষ্টানগণের এক বিপুল বাহিনী জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য আক্রমণোদ্যত হইল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) দেখিলেন যে, তখন তাহার নিকট তেমন যুদ্ধের উপকরণ এবং যথেষ্ট সৈন্য নাই, বদ্ধারা দুশমনকে প্রতিহত করা যায়। এমতাবস্থায় যুদ্ধ করিলে তিনি বুজিলেন যে, তাঁহারা ধ্বংস হইবেন এবং শহরও বিনষ্ট হইবে। সেই জন্য তিনি সাময়িকভাবে সহর ত্যাগ করিয়া শত্রু হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু শহর ছাড়িবার পূর্বে শহরের বিজাতি অবিবাসীগনের নিকট ইইতে আদায় করা চলিত বহরের জিজিয়া কর ফেরৎ দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। কারণ এই কর বিজাতীয়ের ধন প্রাণ রক্ষা করার জন্য লওয়া হইয়া থাকে। যেহেতু বছর পুরা হয় নাই, সেই জন্য তাহারা আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগেয় দেয় জিজিয়া কর ন্যায্যভাবে তাহারা ফেরৎ পাইবার অধিকারী ছিল। শহরের অধিবাসী খ্রীষ্টান ছিল এবং স্বভাবতই খ্রীষ্টানগণ মুসলমানদের শত্রু। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে মুসলমানগণের সদ্ব্যবহারে খ্রীষ্টান অধিবাসীগণ এরূপ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, যখন তাহারা খ্রীষ্টান রোমকবাহীনির জন্য মুসলমানগণের শহর ছাড়িয়া যাওয়ার ফয়সালার বলা শুনিল, তখন তাহারা তাহাদিগের স্বজাতি শাসকের আগমণে সন্তুষ্ট না হইয়া, সমবেত ভাবে হযরত আবু ওবায়দার নিকট আবেদন জানাইল যে, তাহারা জিজিয়া ফেরৎ লইবে না, প্রয়োজন হইলে আরও অর্থ দিবে এবং নিজেরা মুসলমানগণের হইয়া তাহাদিগের স্বজাতির বিরুদ্ধে লড়িবে, মুসলমানগণ যেন কিছুতেই শহর ছাড়িয়া না যান। কিন্তু হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) সকলের কল্যাণ চাহিয়া তাহাদিগের আবেদন রক্ষা করিতে পারিলেন না। ফলে যখন মুসলমানগণ শহর ছাড়িয়া যান, তখন খ্রীষ্টান অধিবাসীগণ তাঁহাদিগের গমনে কাঁদিতে এবং সকাতরে আল্লাহ্তায়ালার নিকট উচ্চরবে প্রার্থনা করিতে থাকে, যেন তাঁহারা অচিরে ফিরিয়া আসেন। মুসলমানরা অবশ্য অল্পকাল মধ্যেই আবার জেরুজালেম দখল করেন। তখন খ্রীষ্টান অধিবাসীগণ তাহাদিগকে সাদরে সম্বর্ধনা করে এবং আনন্দ প্রকাশ করে। জগতের ইতিহাসে স্বজাতির বিপক্ষে বিজাতির জন্য ঈদৃশ অনুরাগের দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যখন কোন বাদশাহ কোন দেশ জয় করিয়াছে, তখন সেই দেশের অধিবাসীগণকে বিজয়ী বাদশাহ নৃশংসতার সহিত হত্যা ও লুণ্ঠন করিয়াছে। পবিত্র কুরআনে ও এই সত্য শীবার রানীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে ঃ—

ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوھا
وجعلوا اعزۃ اھلھا اذلۃ ج

"নিশ্চয়ই বাদশাহগণ, যখন কোনো দেশে অভিযান করে, উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তিগণকে হীন মর্যাদা করিয়া দেয়"।

(সুরা আল-নমল, ৩য় রুকু)।

কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। মুসলমানগণ যে দেশে

গিয়াছে, তাঁহারা সেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত স্বরূপ প্রবেশ করিয়াছে ও অবস্থান করিয়াছে। ইহা এই জন্যই সম্ভব হইয়াছিল যে, মুসলমানগণ সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ্‌তায়ালার রঙে রঙিন হইয়া গিয়াছিল। এক যুগ থাকে যখন নবী ও তাঁহার অনুসরণকারীগণের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত জাতি তরবারী উত্তোলন করে, আবার এক যুগ আসে, যখন বন্ধু ও শত্রু সকলে নবীর জামাতের নিকট অনুরাগে আত্মসমর্পন করে।

নবীগণ আসিয়া নব ধরা এবং নব আকাশের সৃষ্টি করিয়া যান। পূর্ববর্তী নবীগণ এ কার্য সীমা-বদ্ধ এলাকায় করিয়াছেন এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী এবং আকাশ সমূহে ইহা সংঘটিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। তাঁহার জীবনে আরব দেশে ইহার প্রকাশ হইয়াছিল। সারা আবরেব যমীন ও আসমান তেইশ বৎসরের মধ্যে যেন যাদুমন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া আরবেই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের শক্তি অমর। চৌদ্দ শত বৎসর অন্তে এক বিজাতি তাঁহার জীবনী পাঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁহার এই শক্তি স্বীকার করিয়া বর্তমান যুগে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির আধিপত্য কামনা করিয়া-ছেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম স্বাধীন চিন্তানায়ক জর্জ বার্ণাডশ তাঁহার প্রণীত "On getting married" পুস্তকে লিখিয়াছেন, মধ্য যুগের খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতা অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলামকে জঘন্যরূপে প্রচার করিত। প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা হইত, যাহাতে তাহারা হযরত মোহাম্মাৎ (সাঃ) এবং তাঁহার ধর্মকে ঘৃণা করে। তাহাদের মতে (হযরত) মোহাম্মদ (সাঃ) খ্রীষ্টের অরি ছিলেন। আমি তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তিনি আশ্চর্য শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস তিনি খ্রীষ্টের অরি দূরের কথা, তাঁহাকে মানবতার মুক্তিদাতা বলা উচিৎ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি বর্তমানকালে এক নায়কত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বর্তমান সমস্যাগুলির এরূপ সামাধান করিতে সক্ষম হইবেন যে, পৃথিবী শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইবে।'

বস্তুতঃ আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার খলিফাগণের নিযামে নির্ধারিত কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মিঃ শ' আগে লিখিয়াছেন, 'এখন ইউরোপ ইসলামের শিক্ষাকে বুঝিতেছে এবং আগামী শতাব্দীতে ইউরোপ নিজ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এই ধর্মের ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করিবে। এই ভাবার্থে আমার ভবিষ্যদ্বানীকে তোমরা গ্রহণ করিও। ইতিমধ্যে বর্তমান সময়েই আমার দেশের তথা ইউরোপের বহু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে ইউরোপ ইসলামী করণের সূচনা বলা যাইতে পারে।' যাঁহারা দুনিয়ার খবর রাখেন, তাঁহায়া জানেন যে, ইসলামের এই খেদমত আহমদীয়া জামাত করিতেছে। সেদিন দূরে নহে, যে দিন পৃথিবী ও আকাশ আল্লাহ্‌তায়ালার জ্যোতি ও মহিমার ভরিয়া গিয়া, নূতন পৃথিবী ও নূতন আকাশে পরিণত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা উহা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা টলিবার নহে। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক নবীর মারফৎ ইহার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان
الله عزيز ذو انتقام ۔ يوم تبدل الارض غيرا
الارض اسموات برزوا لله الواحد القهار ٥

পবিত্র কুরআনে সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

'তোমরা মনে করিও না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নবীগণের নিকট দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন। নিশ্চয় তিনি মহা শক্তিশালী, প্রতিশোধ বিধানকারী। সেই দিন এই পৃথিবী নূতন পৃথিবীতে পরিবর্তিত হইবে এবং আকাশ সমূহও; এবং তাহারা সকলে আল্লাহর সমক্ষে উপস্থিত হইবে, যিনি এক এবং সর্বপ্রধান।"

(সুরা ইব্রাহীম, শেষ রুকু)।

উপরোল্লিখিত শুভ সময় আসার পূর্বে এক মহা বিপজ্জনক নির্ধারিত সময় আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

بل الساعة موعدهم والساعة ادهى و امر ٥

"সাবধান নির্ধারিত সময় তাহাদিগের সময়সীমা; এবং সেই নির্ধারিত সময় বড়ই বিপজ্জনক এবং তিক্ত হইবে।"

(সুরা আলকমর, শেষ রুকু)।

পাঠক জানিয়া রাখুন ঐ সময়ে দূরে নহে। সেই বিপদের দিন অন্তে পৃথিবী আল্লাহ্‌য়তায়ালার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। পবিত্র কুরআনে সেই শুভ দিন সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

و اشرقت الارض بنور ربها

"এবং পৃথিবী তাহার প্রভুর জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিবে।" (সুরা যুমার, ৭ম রুকু)।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা তফসীরে সুরা ফাতেহার ১৫ই—১৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। তিনি জানাইয়াছেন কিছু সময় পরে ইহা ঘটিবে। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন থাকিবে না। কিন্তু সেদিনকে লাভ করিবার জন্য মানব জাতিকে এখন হইতে তাহার প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। মহা বিপদের সংকেত ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে বাজিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয় ব্যতিরেকে উহাকে কাটাইয়া সমুজ্জল দিবসে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। সেই জন্য দোওয়া হইল একমাত্র উপায়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী এই জন্য আমাদিগের নিকট খোলা পুস্তক স্বরূপ। কালের গতিতে উহার উপর বহু ময়লা জমিয়াছিল। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) উহাকে সযত্নে ধুইয়া নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া আমাদিগের নিকট উহাকে আবার তাজা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে আল্লাহ্‌-তায়ালার স্মরণাপন্ন হওয়া প্রত্যেক মানবের কর্তব্য। উহা তাহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে এবং তাহাকে অমর জীবনের অভিষেক দিয়া তাহার আত্মাকে কান্তিভরা স্নিগ্ধ শান্তি দান করিবে।

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আমি হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) বর্ণিত আগুনকে জানার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। প্রথম পর্যায়ে দূর হইতে ধূঁয়া দেখিয়া আগুনকে জানা দ্বিতীয় পর্যায়ে আগুনের নিকট যাইয়া আগুনকে জানা এবং তৃতীয় পর্যায়ে অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নিকে জানা। কাহারও অগ্নি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, উহার নৈকট্যের অনুপাতে হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে অগ্নির সহিত আল্লাহ্‌তায়ালাকে জানার সামঞ্জস্য কোথায়? আমরা সচরাচর প্রেমকে সুরা ও অগ্নির সহিত তুলনা দিয়া থাকি। আধ্যাত্মিক পরিভাষায় ঐশী প্রেমকে অগ্নির সহিত তুলনা দেওয়া হয়। যাঁহারা ঐশী প্রেমে নিমগ্ন, তাঁহারা অগ্নির মধ্যে আছেন এবং যাঁহারা তাঁহার অনুগামী তাহারা অগ্নির আলো ও উত্তাপ উভয়ই অনুভব করিতেছে। যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণের অনুসন্ধানে রত তাহারাও ঐ অগ্নির চতুপার্শ্বের অন্তর্গত, কিন্তু তাহারা আপন অবস্থানুযায়ী দূর-দূরান্তে অবস্থিত। এই তিন শ্রেণীর সকলেই ঐশী প্রেমের গভীরতা ও নৈকট্য অনুযায়ী কল্যাণের অধিকারী। তাহারা সকলে আনুপাতিক-ভাবে ভাগ্যবান। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে হযরত মুসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে।

اذ قال موسیٰ لاهلة انی انست نا را ط سا تیکم منها بخبر اوِ ا تیکم بشهاب قبس لعلکم تعطلون ۔ فلما جا ء ها نـو د ی ان بواک من خی النار و من حولها و سبحا ن الله رب العالمین ۔

"স্মরণ কর মুসা যখন তাহার পরিবারকে বলিল, আমি এক অগ্নি দেখিয়াছি। আমি উহা হইতে তোমাদের জন্য সংবাদ আনিব অথবা প্রজ্বলিত অঙ্গার যেন উহা দ্বারা নিজদিগকে উত্তপ্ত করিতে পার। সুতরাং সে যখন ইহার নিকট আসিল, শব্দ হইল, কল্যাণ মণ্ডিত সে, যে অগ্নির মধ্যে আছে এবং যাহারা ইহার চতুপার্শ্বে অবস্থিত এবং বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র জন্য গৌরব।"

(সুরা আল-নমল, ১ম রুকু)।

উপরের দুইটি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বলিতে উপরের আয়াতে বর্ণিত 'সংবাদ' শব্দ ওলায়েতের কল্যাণকে নির্দেশ করিতেছে এবং 'প্রজ্বলিত অঙ্গার' নবুওতকে। হযরত মুসা (আঃ) প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি কোন প্রকারের কল্যাণ লাভ করিতে যাইতেছেন। ইহা তিনি তাহার পরিবারকে জানান। কিন্তু পরে ইলহাম দ্বারা তাঁহাকে জানানো হয় যে, তিনি নবুওত লাভ করিতে যাইতেছেন, যাহা প্রজ্বলিত অঙ্গার সদৃশ। যে উহার মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ স্বয়ং হযরত মুসা (আঃ) এবং যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিবে, তাহারা সকলেই ভাগ্যবান। এ যুগে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ), হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শরীয়তকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা এ প্রচারের জন্য উপরুক্ত আয়াত বর্ণিত হযরত মুসা (আঃ) সদৃশ। খনির খাদ মিশ্রিত স্বর্ণকে যেমন অগ্নি পোড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া মর্যাদা দেয়, তেমনি সংসারাসক্ত মানবকে ঐশী প্রেম পোড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্যের মর্যাদা দান করে। সুতরাং কল্যাণকামী মানবের জন্য ঐশী প্রেমের অগ্নির দিকে ধাবমান হওয়া উচিৎ। কবি হাফেয বলিয়াছেন ঃ—

بمئے سجدہ رنگین کن گرت پیرے مغان گوید
کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلها

"তোমার বসিবার আসন (হৃদয়)-কে (প্রেমের) সুরা দ্বারা রঞ্জিত কর, যদি তোমার অগ্নি-গুরু (অর্থাৎ নবী) আদেশ দেন কারণ আধ্যাত্মিক অভিযাত্রী পথ ও পথের নিয়ম সম্বন্ধে অবগত নহেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের বিশদ প্রমাণ দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পথ আমি সবিস্তারে জানাইয়া আমার বক্তব্য সমাপণ করিলাম। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন আমার নিজের অভিজ্ঞতা কোথায়? ইহার উত্তরে আমি এই কথাই বলিব যে, আমি যাহা লিখিয়াছি, উহা দ্বারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করুন। অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে তাঁহার অস্তিত্বের বহু নিদর্শন এ দাসের জীবনকে ছাইয়া রহিয়াছে, কিন্তু কোন বিষয়ে প্রত্যয় লাভের জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সর্বোত্তম। অপরের অভিজ্ঞতা জানিতে নবীগণের অভিজ্ঞতা সপেক্ষা বড় অভিজ্ঞতা কাহারও নাই।

ইহার পরবর্তী ধাপে তাঁহার খলিফা ও সাহাবা (রাঃ আঃ) এবং বুযুর্গানে দীনের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত ইতিহাস রহিয়াছে। বর্তমানে যুগও এ কল্যাণ হইতে খালি নহে। সুতরাং এ সবের পরে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিনা। তথাপি কেবল পাঠক বর্গের সম্ভাব্য কৌতুহল নিবারণের জন্য তাহাদিগের খেদমতে আমি আমার জীবনে আল্লাহ্ তায়ালায় একটি মাত্র নিদর্শন পেশ করিব। উহা বর্ণনা করিবার পূর্বে আমি পাঠক বর্গকে আবার

বলিতে চাহি যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন যুগ নবী হযরত মসিহ্ মওউদ (সাঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা। ইহা ছাড়া আল্লাহ্তায়ালাকে জানিতে এখন অন্য কোন পন্থা নাই। এ পথে আমার সম্বল ইহাই ছিল। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর খলিফার পবিত্র হস্তে বেয়াতের মূলধন ছাড়া আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ লাভ করিতে আমার আর কোন পুঁজি ছিল না।

বাঙালি মুসলমানের সন্তান আমি, স্কুলে বা কলেজে বাঙলা ব্যকারণ ও সাহিত্য পড়ি নাই। স্কুলে নীচের ক্লাশ হইতে সাহিত্য হিসাবে উর্দু লইলেও, তখন বাংলা দেশে মফঃস্বলে উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এবং কলেজে কোন মৌলবী পাই নাই। সুতরাং আমার উর্দু শিক্ষালাভও সুবিধামত হয় নাই স্কুলে, কলেজে বা গৃহে আমার আরবী পড়ার সুযোগও হয় নাই। আমি সাজাইয়া কথা বলিতে বা লিখিতে পারিতাম না। সেই জন্য স্কুল ও কলেজে ডিবেটিং ক্লাসে আত্মগোপন করিয়া থাকিতাম এবং পরীক্ষায় রচনার প্রশ্ন প্রায়ই ছাড়িয়া দিতাম। ১৯৩৪ ইসাব্দে ৩৪ বৎসর বয়সে আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে আমার কোন প্রবন্ধ বা রচনা লেখার চিন্তা বা প্রচেষ্টা জাগে নাই। ইহা আমার জন্য একপ্রকার দুঃসাধ্য বিষয় ছিল। কিন্তু আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করিবার পর আমার অতীত জীবনের উপর এক যবনিকা পড়িয়া, নূতন জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। যুগ মসিহ্ (আঃ) এবং তাঁহার মহান খলিফা (রাঃ) এর শিক্ষার স্পর্শে অন্ধ দৃষ্টি শক্তি পাইল, মূক বাঙময় হইল, মূর্খ জ্ঞানী হইল এবং চলৎশক্তিহীন পর্বত লঙ্ঘন করিল। হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর এক হাদিস আছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হস্তে যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা বেয়াত করিবে, সে প্রভাবে আলেম হইয়া উঠিবে। আমার জীবনে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিলাম।

আমি পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে আল্লাহ্-তায়ালার সান্নিধ্য মানবকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত করে। প্রজ্ঞাময় খোদার সর্বাধিক সান্নিধ্য লাভের জন্য উম্মী নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মানব কুলে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হইয়াছিলেন। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা সকল বরকত লাভের পথ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে নির্ধারিত করিয়াছেন এই জন্য তাঁহার খলিফা এবং সাহাবা (রাঃ আঃ) তাঁহার সান্নিধ্যের অনুপাতে আপন আপন সামর্থ অনুযায়ী জ্ঞানী হইয়াছিলেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যেহেতু আধ্যাত্মিক ভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্য প্রাপ্ত, সেই জন্য উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। তিনি এ যুগে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ্তায়ালার সহিত সংযোজক। সুতরাং এ হেন মহাপুরুষের হস্তে যে ব্যক্তি হস্ত স্থাপন করিবে, সে স্বীয় আন্তরিকতা অনুরাগ ও সামর্থ অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্-তায়ালার অসীম জ্ঞান সমুদ্র হইতে জ্ঞান আহরণ করিবে। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার খলিফার হস্তও যে তাঁহারই হস্ত। বরং আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ্-তায়ালার হস্ত, তাহা আমার জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি। সেই প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্তায়ালার কল্যাণে যখন আমি কথা বলি, তখন কে যেন আমার রসনায় কথা সাজাইয়া দেয় এবং যখন লিখিতে বসি, তখন বাক্যগুলিকে কে যেন অলক্ষ্যে বসিয়া যুক্তি ও জ্ঞানের পুষ্পহারে সাজাইয়া কলমের মুখে ধরিয়া দেয়। 'আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব' নামে এই পুস্তকখানি প্রজ্ঞাময়ের কল্যাণেরই নিদর্শন। পাঠক-

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পবিত্র মসজিদ আল-আকসার অবমাননা সম্পর্কে
আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ্
সালেস (আইঃ)-এর
গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

করাচী ২৯শে আগষ্ট—

আহ্‌মদীয়া জামাতের ইমাম হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় অগ্নি-সংযোগ এবং উহার অবমাননা উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়া বলেন,—

"এই মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মুসলিম জগতের ঐক্যবদ্ধ হইয়া অভিশপ্ত ইহুদীদিগের এই মারাত্মক হুমকীর জবাব দেওয়া প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কেননা এই জঘন্য কাজের দ্বারা ইহুদীরা মুসলমানদের আত্মসম্মান বোধ এবং ধর্মীয় অনুভূতিকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে বলিষ্ঠ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। অহ্‌মদীয়া জামাত আপন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।"

(দৈনিক আল-ফজল ও দৈনিক জংগ)

অনুবাদ—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

(আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের অবশিষ্ট)

বর্গের নিকট আমার জীবনে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ-উপহার ইহাই।

কিন্তু আজও নীরব নিশিথে যখন আত্ম-পরীক্ষায় নিমগ্ন হই, তখন নিজের মধ্যে সেই স্কুলের দিনের আত্ম গোপনকারী, ভীত, সন্ত্রস্ত ও দুর্বল ছেলেটিকেই দেখি, যে সাজাইয়া কথা বলিতে ও লিখিতে পারিত না এবং যাহার জ্ঞানের পরিচয় দিবার কিছু ছিল না। আজও নিজস্ব বলিতে আমার কিছু নাই। মহা যন্ত্রীর হস্তে আমি এক তুচ্ছ ও নগণ্য তুনবং যন্ত্র বিশেষ। তিনি যতক্ষণ ইহাকে পরিচালিত করেন, ততক্ষণ ইহা চলে, নচেৎ ইহা অচল। ইহার নিজস্ব কোন শক্তি ও মূল্য নাই। প্রভু আপন দাসগণের প্রতি দানের মহিমায় চির জ্যোতির্ময়। তাঁহার দানের দুয়ার সদা এবং সকলের জন্যই উন্মুক্ত। সুতরাং সকল প্রশংসা ও গৌরব সেই মহা-মহিমাময় আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্বের রব। আমীন!

★

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত

খোতবা

এবাদতের তাৎপর্য্য এবং উহার অপরিহার্য দায়িত্বসমূহ

অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(২)

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يوتوا الزكوة و ذالك دين القيمة (البينة ٩٨:٦

মোট কথা, মূলনীতি হিসাবে আমি কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম। উপরোক্ত এগারটি দায়িত্ব مخلصين له الدين আয়েতাংশ আমাদের উপর ন্যাস্ত করে। অতঃপর এই আয়াতে লাল্লাহ্‌তায়ালা আরও তিনটি দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন, যাহা সেই এগার দফা দায়িত্বের সহিত বিজড়িত, বরং এইগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই দায়িত্ব সমূহ যথার্থভাবে পালন করিবার জন্য মূল ভিত্তির ভূমিকা পালন করে। এই দায়িত্ব সমূহ পালনে যে সৌধ নির্মিত হয়—আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি প্রেম, নিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গ ও আত্মত্যাগের সৌধ এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করার এবং উহা ক্ষমা করার; এতদ্ব্যতীত আরও যে সকল পূন্য কাজ রহিয়াছে, উহাদের দ্বারা এমন একটি ভিত্তি রাখা হয়, যাহার উপরে পরকালের জন্য জান্নাতের গৃহ প্রস্তুত হয়। উহা সেই গৃহ, যাহা আমরা ইহজগতে আধ্যাত্মিকভাবে তৈয়ার করিয়া থাকি। ইহার ভিত্তি তিনটি বিষয়ের উপর রাখা হইয়াছে। উহাদিগের প্রথমটি হইল— حنفاء —অর্থাৎ এই দায়িত্ব সমূহ তোমরা দৃঢ়পদক্ষেপ এবং দৃঢ় সংকল্পের সহিত স্থায়ীভাবে পালন করিবে। তোমাদের গোটা জীবন যেন আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে অতিবাহিত হয়। কিছু দিন এবাদত করিলে এবং কিছু দিন করিলে না, এমন ভাবে তোমাদের এবাদত যেন না হয়। আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে সব কাজ করা হয়, উহাদের মধ্যে ছুটী বা অবকাশের প্রশ্ন উঠে না। বরং দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতে দুনিয়া ছাড়িয়া যাওয়ার মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সেই কাজ অবিরাম নিয়মিত ভাবে করিতে হয়। স্কুলের পড়ার ন্যায় কেহ দশ মাস নামাজ পড়িল এবং বাকী দুই মাসের জন্য ছুটি করিল, এরূপ হইতে পারে না। জায়েয মজবুরী ছাড়া, যাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে কঠোরতা হইতে অব্যাহতি দিতে আমাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া সুবিধা দান করিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্‌ত মসজিদে আসিয়া বাজামাত নামাজ আদায় করা আবশ্যকীয়। তেমনি ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার শত শত নির্দ্দেশ, যাহা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে

এবং উহাদের সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা যাহাদের সন্ধান নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর বাণী ও আদর্শে পাওয়া যায়, উহাদের অনুশাসন নিয়মিতভাবে সর্বদা মানিয়া চলা ও তদনুযায়ী কাজ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। حنفاء হইতে হইবে; দৃঢ় পদক্ষেপ স্থিরতা ও অধ্যবসায়ের দরকার। কেননা তাহা না হইলে অবস্থা ইহাই দাঁড়াইবে যে, আমাদের জীবনের কতিপয় দিন আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্য অতিবাহিত হইবে এবং কতিপয় দিন শয়তানের জন্য অতিবাহিত হইবে। কিন্তু আমাদের খোদা বলেন যে, যদি তোমরা সব কিছু তাঁহার নিকট সমর্পণ করিতে না চাহ, তাহা হইলে তিনি তোমাদের নিকট হইতে কোন কিছুই গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নহেন; বরং সবকিছুই শয়তানের সামনে নিয়া ঢালিয়া দাও এবং ইহলোকের ও পরলোকের জাহান্নামের উত্তরাধিকারী হইয়া যাও। পক্ষান্তরে তোমরা যদি আমার হইয়া যাইতে চাহ, তাহা হইলে তোমাদিগকে আমার হইয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। যদি তোমরা অর্ধেক আমাকে এবং অর্ধেক অপরকে দিতে চাহ, তাহা হইলে যাহা আমাকে দিতে চাহিবে তাহাও আমি গ্রহণ করিব না।

সুতরাং বলা হইয়াছে যে এবাদত এবং তৎসম্পর্কীয় দায়িত্ব নিয়ম ও নির্দেশাবলী পালনে দৃঢ়পদ ও অধ্যবসায়ী এবং নিয়মানুগ হইবে। তেমনিভাবে উহাতে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও আনন্দ থাকা প্রয়োজনীয়। কেননা তাহা ব্যতীত কাজে স্থিরতা ও দৃঢ়তা লাভ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়টি, যাহা ভিত্তি স্বরূপ রহিয়াছে তাহা হইল, يقيموا الصلوٰة و يؤتوا الزكوٰة (তাহারা সালাত কায়েম করিবে এবং জাকাত আদায় করিবে)। ইহার মধ্যে দুইটি জিনিস আসিয়া গেল। কোরআন করীম সালাত ও জাকাত শব্দ-দ্বয়ের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। কোন কোন জায়গায় একটি বিশেষ এবাদত অর্থে সালাত বলা হইয়াছে, যাহা আমরা পাঁচ ওয়াক্‌ত ফরজ হিসাবে, এবং কিছু সুন্নত এবং নফল হিসাবে পালন করিয়া থাকি। জাকাত সেই নির্ধারিত বাধ্যকর চাঁদার অর্থে বলা হইয়াছে যাহার বিশদ বিবরণ কোরআন ও হাদিস সমূহে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুইটি শব্দ একটি বিশেষ মৌলিক অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন কোরআন করীমের প্রারম্ভে সূরা বাকারার শুরুতেই একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ নিতীমূলক বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, কোরআন করীমের নযুলের পর দুনিয়া তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে, যথা—(১) ইমানদার (২) খোলা-খুলী ভাবে অস্বীকারকারী এবং (৩) মোনাফেকী পথের অনুসারী। ঐখানে সমস্ত বিষয়ই একান্ত মূলনীতি হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوٰة و مما رزقنا هم ينفقون ○

সূরা বাকারার এই আয়াত সমূহে يقيمون الصلوٰة এবং مما رزقنا هم ينفقون যে দুইটি বাক্য আসিয়াছে, তদস্থলে এখানে يقيموا الصلوٰة এবং يؤتوا الزكوٰة বাক্যদ্বয় একই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং এই দুইটি বিষয় সৎকাজ এবং এবাদতের মূল ভিত্তি স্বরূপ। صلوٰة (সালাত) বলিতে সেই মৌলিক দোয়াকে বুঝায়, যাহা ফরজ হিসাবে করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক হইল সেই দোয়া, যাহা অবস্থানুযায়ী মানুষ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। ব্যক্তি তাহার প্রয়োজন অনুসারে আপন রবের নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে। নবী করীম (সার

আঃ) বলিয়াছেন যে, জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়িয়া যায় এবং উহার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহা মনে করিবে না যে, নিজ বাহু বলে (বা ক্ষমতায়) তোমরা উহা সংগ্রহ করিতে পারিবে। বরং জুতার ফিতাও তোমরা তোমাদের খোদার নিকট হইতে চাহিবে। সুতরাং এক এই প্রকার ব্যক্তিগত দোয়া যাহা ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আর একটি মৌলিক দোয়া আছে-তথা পরম বিনয়ের সহিত আপন রবের চরণে পতিত হওয়া, যাহা ফরয হিসাবে নির্ধারিত করা হইয়াছে।

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ادعونی استجب لکم (আমার নিকট দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব) আয়াতের এক অর্থ ইহাও করিয়াছেন যে, এখানে আদেশ বা হুকুম স্বরূপ ইহা বলা হইয়াছে যে, "আমার নিকট দোয়া কর"। অতএব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বা ফরজ স্বরূপ। হযরত আকদস (আঃ) ইহার অতি সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্বপূর্ণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে দোয়াকে সেই দোয়ার অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা ফরজ স্বরূপ এবং ইহার কবুল হওয়ার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। এখানে ও সুরা বাকারার প্রারম্ভে এবং কতক অন্যান্য জায়গায় صلوٰۃ (সালাত) শব্দ উক্ত মৌলিক দোয়ার অর্থে আসিয়াছে, যাহা ফরজ স্বরূপ; প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইহা করা আবশ্যকীয়, অন্যথায় এবাদত এবং তদ্‌সম্পর্কীয় শর্ত্ত ও জরুরী বিষয়াবলী পূর্ণ হয় না এবং মানুষ সত্যিকার রূপে আপন রবের এবাদত সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। এই দোয়ার প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) এই বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, বান্দা যেহেতু তাহার রবের এবাদত পালন করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সেইজন্য মানব প্রকৃতির মাঝে ইহা নিহিত রহিয়াছে যে, সে আপন রব্বের দিকে আসক্ত ও প্রণত হয়, কিন্তু তাহার প্রকৃতির মধ্যে দুর্বলতাও নিহিত আছে। সুতরাং এই দোয়ার স্বরূপ ও তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে রহমান (অযাচিত প্রদাতা) খোদার رحمانیت (অপার দয়া) উদ্বেলিত হয় এবং তাঁহার বান্দাকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে, ইহার ফলে সে তাঁহার কিছুটা নৈকট্য লাভ করিয়া অনুপ্রানিত হয় এবং তাহার প্রকৃতি জাগরিত হয়; অতঃপর এই বান্দার চিত্তে আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্য উদ্যম ও উৎসাহের সৃষ্টি হয় এবং সে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া সতত অগ্রসর হইতে থাকে। অর্থাৎ ইহারা দুইটি আকর্ষণ-শক্তি—একটি আল্লাহ্‌তায়ালার আকর্ষণ, যাহা তাঁহার রহমত উদ্বোলিত হইলে প্রকাশিত হয় এবং অপরটি বান্দার আকর্ষণ, যাহা তাহার প্রকৃতি জাগরিত হওয়ার পর কিম্বা উহার আত্মিক পরিপক্কতার পর প্রকাশিত হয়; এবং এই উভয় আকর্ষণ মিলিত হইয়া বান্দাকে আল্লাহ্‌-তায়ালার নৈকট্যের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করে। ঐশী-সান্নিধ্যের এই বিশিষ্ট মর্যাদা শুধু মানবকে দান করা হয়; অপরাপর প্রাণী বা বস্তুকে তাহা দেওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে আমি এক খোৎবায় বলিয়া ছিলাম যে, ঐশী-নৈকট্য কয়েক প্রকারের। আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য প্রত্যেক বস্তুই প্রাপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু একটি সাধারণ নৈকট্য আছে, এবং আর একটি হইল বিশেষ নৈকট্য। বান্দাকে বিশেষ নৈকট্য দান করা হয়। ইহার সম্বন্ধে হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলেন,—

"(বান্দা) খোদাতায়ালার দিকে পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ আশা, পূর্ণ ভালবাসা ও পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং পূর্ণ উদ্যমের সহিত অগ্রসর ও প্রণত হয় (ইহার পূর্বে সেই বান্দার কথা উল্লেখ আছে, যাহার প্রকৃতি আল্লাহ্‌তায়ালার রাহ্‌মানিয়ত উদ্বেলিত হইলে যখন জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত হয়, তখন তাহার উক্তরূপ

অবস্থার সৃষ্টি হয়) এবং পূর্ণ মাত্রায় জাগরিত হইয়া অবজ্ঞা ও আলস্যের আবরণ সমূহ ভেদ করিয়া পূর্ণ 'ফানা' বা আত্মবিলীনতার প্রান্তর সমূহে অগ্র হইতে আরো অগ্রে বাড়িয়া যায়; অতঃপর সম্মুখে সে প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ্‌র দরবার এবং তাঁহার সহিত কোন শরীক নাই। অনন্তর তাহার (বান্দার) আত্মা তাঁহার সন্নিধানে মাথা রাখিয়া দেয়।" (বারাকাতুদ দোয়া পৃঃ ৬)।

এই সেই দোয়ার প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য্য। যে পর্যন্ত না মানুষ এই মর্যাদা লাভ করে সে পর্যন্ত সে এবাদতের মর্মও বুঝিতে পারে না; উহার দায়িত্বাবলী সম্পাদনের প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন যে, তোমাদিগকে এবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এবাদতের এই এই নির্দ্দেশ; এবাদত তোমাদের উপর এই দায়িত্ব সমূহ ন্যস্ত করে। ইহার জন্য প্রথম শর্ত্ত এই যে, তোমরা যেন বদ্ধ পরিকর হও যে, একবার সেরাতে-মুস্তাকীম (সরল পথ) পাওয়ার পর উহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইবে না। বরং অবস্থা যেরূপই হউক না কেন দৃঢ় ও অটল থাকিবে। পৃথিবীর সমস্ত পাহাড় জড়িত হইয়াও যদি তোমাদের উপর পতিত হইতে চায় এবং তোমাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নিষ্পেষিত করিতে উদ্যত হয় এমতাবস্থায় যদি তোমাদিগকে প্রলোভন দেওয়া হয়, যে তোমরা তোমাদের রব্বের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে তোমাদিগকে ধ্বংসের কবল হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে, এতদসত্তেও তোমরা যেন খোদার বান্দা হিসাবে এই কথাই বল, যে তাহা হইতে পারে না, এই নশ্বর দেহ তোমাদের নিকট গ্রহণীয় ও পছন্দনীয় নহে। আধ্যাত্মিক জীবন এবং উহার স্থিতিশীলতা নির্ভর করে তোমাদের রব্বের সহিত তোমাদিগের সম্বন্ধ অটুট ও অবিচ্ছিন্ন রাখার উপরে। তাঁহা হইতে তোমরা যেন কখনও দূরে সরিয়া না যাও।

সুতরাং যখন এই আকর্ষনের উদ্ভব হয় এবং মানব আত্মা জাগ্রত হয়, তখন ইহার ফলে উহা পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ আশা, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং পূর্ণ সাহস ও উদ্যমের সহিত খোদাতায়ালার সমীপে অবনত হয়, এবং ফানা বা আত্মবিলিনতার প্রান্তর সমূহের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলে। অর্থাৎ তাহার উপর এক প্রকার 'ফানা' (বা আত্মবিলিনতা) উপস্থিত হয়। যখন সে উক্ত প্রান্তর সমূহ অতিক্রম করিয়া যায়, তখন সে দেখিতে পারে আল্লাহ্‌র দরবার এবং তাঁহার কোন শরীক নাই। এ পর্যায়ে এবাদতের হক পূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর বান্দার আত্মা আল্লাহ্‌র সন্নিধানে মাথা রাখিয়া দেয় এবং তথা হইতে আর কখনও উঠে না।

সুতরাং حنفاء-এর পর বলা হইয়াছে يقيموا الصلوٰة অর্থাৎ তাহাদিগকে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যেহেতু এবাদতের জন্য তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেইজন্য উক্ত মর্মে দোয়াকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাহাতে উহার উপরে সেই প্রাসাদ নির্মিত হইতে পারে, যাহা তোমাদের জান্নাতের প্রাসাদ। এ প্রকার দোয়ার ক্রিয়া কিরূপ হইয়া থাকে, ইহার সম্বন্ধে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) বলেন ঃ—

"এই দোয়ার সহিত আত্মা বিগলিত হয় এবং পানিরূপে বহিয়া মহিমান্বিত এক ও অদ্বীতিয় আল্লাহ্‌র সমীপে পতিত হয়। উহা খোদার সম্মুখে দণ্ডায়মানও হয়, রুকও করে এবং সেজদাও করে। ইহারই প্রতিবিম্ব সেই নামাজ, যাহা ইসলাম শিক্ষা দিয়াছে।" (লেকচার শিয়ালকোট, ১৬ পৃঃ)।

নামাজ প্রতিচ্ছায়া; ইহা মূলবস্তু নহে। মূল বিষয় হইল صلوٰة বা সেই দোয়া, যাহা বাধ্যকর এবং উহারই ভিত্তিতে সঠিক, সত্যিকার ও প্রকৃত এবাদতের সৌধ প্রস্তুত হয়। অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ—

"আত্মার দণ্ডায়মান হওয়া ইহা নির্দ্দেশ করে যে, উহা খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিপদ সহ্য

করার এবং প্রত্যেক আদেশ মানিবার জন্য আপন উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রকাশ করিতেছে।" (লেকচার শিয়ালকোট, ১৬ পৃঃ)।

যখন আল্লাহ্তায়ালার দরবার পরিদৃষ্ট হইল, যখন খোদাতায়ালার সান্নিধ্য ও নৈকট্য আমরা লাভ করিলাম, খোদাতায়ালা যিনি "হাই" ও "কাইয়ুম" —চির জীবিত চিরস্থায়ী ও সংরক্ষনকারী, সমস্ত উৎকৃষ্টতম গুণের অধিকারী, بقاء বা স্থিতি যাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয় এবং যে প্রকারে তিনি ইচ্ছা করেন, শুধু সেই প্রকারেই প্রত্যেক মানুষ স্থিতি লাভ করে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের দেহ-গুলিকে তিনি স্থায়ী করেন নাই, কিন্তু আমাদের আত্মাগুলিকে তিনি স্থায়ী করিয়াছেন এবং উহাদিগকে দেহ হইতে অধিক পুরস্কারের অধিকারী করিয়াছেন; সেই আল্লাহ্র সহিত যখন আমরা সম্বন্ধ স্থাপন করি, তখন এই মৌলিক দোয়ার এই বিশেষত্ব হইয়া থাকে যে, ইহার ফলে মানব আত্মা খোদার প্রত্যেক হুকুম বা আদেশ মানিবার জন্য প্রস্তুত ও উদ্যোগী হয়।

এই বুনিয়াদী দোয়ার দ্বিতীয় গুণ কিম্বা এই দোয়ার ফলে আত্মায় যে গুণের উদ্ভব হয়, উহা এই যে, মানব আত্মা এই দোয়ার ফলে আপন রবের প্রতি ঝুঁকিয়া যায়। সুতরাং তিনি বলেন ঃ—

"উহার রুকু করা এই নির্দেশ করে যে, উহা যাবতীয় ভালবাসা ও সম্বন্ধ পরিহার করিয়া শুধু খোদার দিকে ঝুকিয়া পড়ে এবং তাহারই হইয়া যায়।" (ঐ ঃ)।

প্রকৃত পক্ষে সেই বান্দার নিকট দুনিয়ার যাবতীয় বন্ধন ও সম্বন্ধের কোন মূল্য নাই; বরং আল্লাহ্-তায়ালা উহাদের যতটুকু এবং যতক্ষনের জন্য মূল্য দানের নির্দেশ দেন, সেই বান্দাও উহাদের ততটুকুই এবং ততক্ষণের জন্যই মূল্য দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খোদাতায়ালা মানুষের উপর তাহার মাতা-পিতার সেবা এবং তাহাদের সম্মান ও আজ্ঞানুবর্ত্তীতা সম্পর্কে গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু উহার জন্য একটি সীমাও নির্ধারণ করিয়াছেন। যদি তাহারা শিরকের আদেশ দেয়, কিম্বা খোদা হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এরূপ কথা বলে, তাহা হইলে তাহাদের সেই আদেশ বা কথা মান্য করিবে না। এই সীমার ভিতরে তাহাদের সম্মান করিতে হইবে, তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তীতা করিতে হইবে। তাহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক "উফ" পর্যন্ত বলিবে না। সর্বাঙ্গীনভাবে তাহাদিগের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে ইত্যাদি অসংখ্য দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু তৎসংঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে যে, যদি শের্ক সুলভ কোন কথা তাহারা বলে, কিম্বা খোদা হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এরূপ আদেশ যদি তাহারা দেয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই কথা ও আদেশ মানিবে না। অতএব ঐইরূপ আত্মা খোদা ছাড়া সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে। তাহার একমাত্র এবং প্রকৃত সম্বন্ধ আল্লাহ্র সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর এই সম্বন্ধের ভিত্তিতে, খোদাতায়ালা যাহার সহিত যতটা সম্বন্ধ কায়েম করার জন্য নির্দেশ দেন, সে তাহার সহিত ততটাই সম্বন্ধ স্থাপন করে। উহা হইতে কমও না, বেশীও না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভিন্ন অপর প্রত্যেক প্রাণী বা বস্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই না। উহার নিজস্ব না কোন মাহাত্ম্য না কোন প্রতাপ, না কোন সম্মান, না কোন সম্ভ্রম, না কোন ভয় ভীতি, কোন কিছুই উহাতে অবশিষ্ট থাকে না। ঐ সবকিছুই খোদার ও তাঁহার উদ্দেশ্যে হইয়া যায়। খোদার সহিত প্রেমের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে অপর কোন বন্ধন কায়েম থাকে না। তখন তাহার আর কোন প্রেমের

বন্ধনের প্রয়োজন থাকে না। এই হইল দ্বীতিয় গুণ বা বৈশিষ্ট, যাহা উক্ত প্রকার দোয়ার সহিত বিজড়িত এবং যাহার ফলে উক্ত আত্মার মধ্যেও এই গুণ বা বিশেষত্ব সূচিত হয়। অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ—

"এবং তাহার সেজদা এই যে, সে খোদার চৌকাঠে (সমীপে) পতিত হইয়া নিজ সত্ত্বাকে সম্পূর্ণ ভাবে হারাইয়া ফেলে এবং আপন অস্তিত্ব-চিহ্নের বিলোপ ঘটায়। ইহাই নামায যাহা খোদাকে মিলায়।" (ঐ)।

দ্বীতিয় বিষয়টি এই ছিল যে, কোন অপর (আল্লাহ্ ভিন্ন কোন কিছু) অবশিষ্ট থাকে না। তাহার (বান্দার) সহিত বিজড়িত যে-কোন বন্ধন বা সম্বন্ধ আল্লাহ্‌তায়ালার মাধ্যমে তাঁহার আদেশাবলীর আলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৃতীয় বিষয়টি এখন এই যে, আপন অস্তিত্বও অবশিষ্ট থাকে না। বন্দার নিজ সত্বাও খোদাতায়ালার নিকট সমর্পিত হয়।

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এই বিষয়ে আলোক পাত করিয়া উহার যে সার কথা বর্ণনা করিয়াছেন (এই উদ্ধৃতি সমূহ বিভিন্ন স্থান হইতে আমার মস্তিস্ক সংগ্রহ করিয়া একত্র করিয়াছে) তবে সাধারণতঃ প্রত্যেক দোয়ার সহিতই উক্ত বৈশিষ্ট দুইটির সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু বিশেষতঃ এই বুনিয়াদী দোয়ার সহিত উহারা প্রকৃতপক্ষে বিজড়িত। তাহা এই যে, এই আসল মৌলিক দোয়ার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রতি ধ্যান আবশ্যকীয়। একটি হইল আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা, প্রতাপ ও পরাক্রম সম্বন্ধে ধারণা, তাঁহার অস্তিত্ব এবং গুণরাজী সম্পর্কে তত্বজ্ঞান ও পরিচয় লাভ এবং এই সত্য সম্বন্ধে চেতনাবোধ যে, তাঁহার পূর্ণ গুণ নিচয় সর্বদা সক্রিয় রহিয়াছে এবং উহাদের কাজে কেহ কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে না এবং যখন তাঁহার গুণের বিকাশ হয়, তখন যে কেহ উহার বিরোধী বা পরিপন্থী হয় তাহার বিনাশ ও বিলোপ ঘটে। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমে সেই মানব আত্মার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বা হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি এই যে, সে নিজে কোন কিছুই নহে। ইহা তাহার চরম নিরহঙ্কার, বিনয় এবং নিজকে তুচ্ছ জ্ঞান বা নিজ সত্বার অস্বীকারের দৃষ্টি ভঙ্গি। প্রকৃতপক্ষে عبودیت বা আল্লাহ্‌র সহিত পূর্ণ প্রেম ও আনুগত্যমূলক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার মর্যাদা লাভ করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিজকে এই সত্যের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে, সে একান্ত তুচ্ছ এবং তুচ্ছ হওয়া সত্বেও তাহাকে কর্ম ও সাধনার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। মোট কথা, তাহার নিজেকে চরম দুর্বল ও তুচ্ছ জ্ঞান করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এই অটল বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকিবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে শক্তিও ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং তিনি তাহা করেনও; আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার সাহায্য ও সহায়তা করিবেন এবং তিনি তাহা করেনও; যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাকে শক্তি ও ক্ষমতা এবং সাহায্য ও সহায়তা দান করা হয়; তখন সেই দুর্বল ও তুচ্ছ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য দানের ফলে সেই সকল কাজ করার শক্তি ও সৌভাগ্য লাভ করে, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়।

উক্ত দুইটি দৃষ্টি ভঙ্গির ফলে মানুষ সেই প্রকৃত বুনিয়াদী দোয়ার সৌভাগ্য লাভ করে যাহার তিনটি বৈশিষ্ট্য, তথা যাহার ফলে প্রার্থনাকারীর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্টের সৃষ্টি হয় এবং যাহার ফলে সেই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যাহার উপর আধ্যাত্মিকভাবে ইহকাল ও পরোকালের জান্নাতের প্রাসাদ তৈয়রি হয়।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সুতরাং يقيموا الصلوٰة আয়াতাংশে সেই নামাযকে নির্দেশ করা হয় নাই, যাহা এখনই আমরা খোৎবার পর জুমার নামাজ আদায় করিব, কিম্বা আসর, মাগরিব, এশা, ফজর এবং যোহ্‌রের নামায দৈনিক আমরা এখানে আদায় করিয়া থাকি। বরং এই মৌলিক বা বুনিয়াদী দোয়ার সম্বন্ধ সমস্ত "حقوق الله" মানবের উপর ন্যস্ত আল্লাহ্‌র যাবতীয় হক বা কর্তব্যের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোন হক বা কর্ত্তব্যই বান্দার দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে যতক্ষণ না সে এই ভিত্তি বা বুনিয়াদের উপরে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়। কেননা মানুষ যদি নিজেকেও কোন কিছু বলিয়া মনে করে, তবে সে খোদার হক কিরূপে আদায় করিতে পারিবে? তেমনিভাবে সে যদি আল্লাহ্‌ ভিন্ন অপরকে কোন কিছু বলিয়া মনে করে, তাহা হইলেও সে কেমন করিয়া আল্লাহ্‌র হক্‌ আদায় করিতে পারে? সুতরাং এই সেই মৌলিক দোওয়া, যাহা প্রত্যেক মোমেন মুসলমানের উপর ফরজ, যাহার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সেই প্রেমের বন্ধন সূচিত হয়, যাহার জন্য মানুষের সৃষ্টি। তদ্বারা সে ঐ সমস্ত পুরস্কারের অধিকারী হয়, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা মোমেন বান্দার জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন। সুরা বাকারার শুরুতেও উক্ত অর্থেই يقيمون الصلوٰة পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

মোট কথা এবাদতের প্রাণ এই দোওয়া, ইহা ব্যতিরেকে চর্ম্মচক্ষুস্তে দৃশ্যমান প্রত্যেক এবাদত একটি শবদেহরূপ। কিন্তু যদি এই এবাদতের মধ্যে সেই দোওয়া, তথা দোওয়ায় নিহিত সেই প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে উহা জীবিত এবাদতে পরিণত হয় এবং জীবিতের সম্বন্ধ জীবিতের সহিত হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং তখনই জীবন্ত আত্মার সম্বন্ধ জীবন্ত খোদার সহিত হইয়া যায়। অতঃএব حقوق الله (হুকুকুল্লাহ্‌র) আদায় সংক্রান্ত এবাদতের প্রাণ এই দোয়া। ইহাই সেই صلوٰة (সালাত), যাহার এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(আল-ফজল, ১৩ই হিজরত ১৩৪৮ হিঃ শাঃ) (ক্রমশঃ)

মারী পাহাড়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎকার

মোহাম্মাদ আবদুস সাত্তার।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ। এই ইসলামাবাদের সন্নিকটে মারী পাহাড়। ইহা প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য ও সুষমায় মন্ডিত।

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) শারীরিক অসুস্থতাহেতু মাসাধিক কাল যাবৎ এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিদিন বহু লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এতদ্ব্যাতিত ইসলামাবাদ ও মারীতে অবস্থানরত অনেক পর্যটক ও রাষ্ট্র দূত হযরত আকদাস (আইঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

আমি বাসস্থান ও চাকুরী অন্বেষণে ব্যস্ততা হেতু হযরত আকদাস (আইঃ)-এর সহিত প্রথম দিকে সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। যাইহোক সরকারের অর্থনীতির দপ্তরের একটি পদের জন্য ইন্টারভিউ দিয়া হযরত আকদাস (আইঃ)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছি সহসা জনৈক আহ্‌মদী ভাই সংবাদ দিলেন যে, হযরত আকদাস (আইঃ) আগামী কাল আমাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়াছেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলাম। পরদিন রবিবার ছিল। ফজরের নামাজ পড়িয়া কয়েকজন আহ্‌মদী ভাই-এর সাথে মারী অভিমুখে রওয়ানা দিলাম। পাহাড়ের আকা বাঁকা সর্পিল পথ বাহিয়া আমাদের বাস খানি উপরে উঠিতে লাগিল। বারটার কাছাকাছি সময়ে আমরা মারীর "তিউয়ানা হাউসে" গিয়া পৌঁছাইলাম। এখানেই হযরত আকদাস (আইঃ) অবস্থান করিতে ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে পাহাড়ের এই ক্ষুদ্র জায়গাটিতে লোকে ভরিয়া গেল। আফরিকা, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের অনেক লোকও আসিয়া ছিলেন।

হযরত আকদাস (আইঃ) একের পর এক সকলের সহিত মোলাকাত করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ অন্দর মহলে হুযুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমরা বাইরের মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর আমার সাক্ষাতের মূল্যবান মুহূর্তটি আগাইয়া আসিল। হুযুরের হাতে হাত দিয়া অভিবাদন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। পরম ও শ্রদ্ধায় দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। হুযুর বলিলেন "সহসা কাল সন্ধ্যায় তোমার কথা মনে পড়ায় আস্‌তে সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি এখন ইসলামাবাদে নিরাপদে আছেন। সুন্দরবন জামাত ও তোমার আত্মীয়-স্বজনের বিষয়ে মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবকে (মুহ্‌তারিম প্রাদেশিক আমীর) সবিশেষ বলে দিয়েছি। কোন বিষয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করিবে না খোদা তোমার সহায় হবেন। আর একটি বিশেষ কথা—চাকুরী ছাড়বে না কেমন তো!"—হুযুর একান্ত আপন জনের মত কথাগুলি বলিয়া গেলেন। মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায়—একান্ত অভিভূত হইয়া আমি অবোধ শিশুটির মত শ্রবণ

করিতে ছিলাম। তখন ও হুযুরের হাত আমার হাতে ধরা ছিল। অতঃপর অপর এক দর্শন প্রার্থী ব্যক্তি সামনে উপস্থিত হইলে আমি বিদায় লইলাম। আনমনে এদিকে ওদিকে বিচরণ করিতে করিতে বারবার হুযুরের কথা কয়টির প্রতিধ্বনি নিজের অন্তরে শুনিতে পাইলাম। সহসা হুযুর আমাদের মাঝখানে বসিয়া পড়িলেন। হাজার তারার মাঝখানে একটি চন্দ্র যেমন ভাবে শোভামান থাকে তেমনি আমাদের মাঝে হুযুর প্রসন্ন হাস্য ও দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পর হুযুর ইসলামের বিজয়-কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের ইতিহাস—আহমদী আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া চলিলেন; মাঝে মাঝে গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় ও ঘটনা সমূহের উপর আলোকপাত করিতে যাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রতিটি ঘটনার মাঝে মাঝে তিনি আমাদের কর্তব্য পরায়ন ও কর্ম সচেতন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মানুষের সাম্প্রতিক চাঁচে অবতরণ সম্পর্কে জনৈক বন্ধুর একটি প্রশ্নের জবাবে হুজুর বলেন—খোদার সেরা সৃষ্টি মানুষের পক্ষে কোন কিছু অসম্ভব নয়—কিন্তু সমাজের এক শ্রেণীর লোকে এই চাক্ষুস সত্যকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অহরহ প্রচারনা চালাইতেছে। পুনর্বার হুযুরের কাছে প্রশ্ন করা হয় যে, চাঁদে অবতরনের ঘটনার পর ধর্ম জগতে কি শিথিলতা দেখা দিবে না এবং পৃথিবীর মর্যাদার কি হ্রাস ঘটিবে না? উত্তরে হুযুর বলেন যে, যে সব মানুষ চাঁদে অবতরণ করিয়াছে তাহারা এই পৃথিবীর যন্ত্রপাতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য দ্রব্য এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন পর্যন্তও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহারা তো পৃথিবীকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইহাতে বরং পৃথিবীর মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তাহারা আল্লাহতায়ালার রাজত্বের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই।—সুতরাং ধর্মজগতে শিথিলতা দেখা দিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বরং আল্লার মহিমার আরও অধিকতর রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

পাকিস্তানের পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাবে হুযুর বলেন যে, পরিবার পরিকল্পনার খাতে যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে, ঐ টাকা যদি কৃষি উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হইত তাহা হইলে দেশে দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইত। ফলে যে সন্তান অকালে ভ্রূনে নষ্ট হইতেছে উহাদের দ্বিগুণ লোক অনায়াসে উৎপাদিত খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিত।

অতঃপর হুযুর আবার আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে নসিহত করিলেন। হুযুর বলিলেন—দেশ কাল পাত্র ভেদে সকল মানুষকে সেবা করিতে হইবে—বৃহত্তর মানবিক স্বার্থে আহমদীদিগকে আরও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে।

উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদিগকে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। সে কোন অবসর সময়ে গরীবদুঃখী ও আর্তদের মধ্যে তাহাদিগকে আগাইয়া যাইতে হইবে। মানুষ হিসেবে সবাই সমান—সবাই ভাই ভাই। আল্লাদত্ত কোন সম্পদ বা মর্যাদার বলে কেহ যেন তিলমাত্র অহংকার বা গর্ব না দেখায়। আমাদের প্রতিটা কাজ এবং উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের নির্দেশ মোতাবেক হয়।

অতঃপর হুযুর অন্দর মহলে গেলেন। আমাদের মধ্যাহ্নকালীন খাদ্যদ্রব্য আসিল। আমরা সব দেশের সব মানুষ মিশিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর যোহরের নামাজের সময় হইল। হুযুর নামাজ পড়াইতে আসিলেন। নামাজ পড়িয়া দোয়া করিয়া আবার

ইসলামাবাদের পথে পা বাড়াইলাম। হুযুরও রাবওয়া প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশে সবকিছু প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পরের দিনের কথা বলিতেছি। সকালে অফিসে প্রবেশ করিতেই শুনিতে পাইলাম গত তারিখের ইন্টারভিউ-এ আমি নির্বাচিত হইয়াছি; আমার—নিয়োগ পত্র (appointment letter) আসিয়াছে। মনে মনে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। কেননা অর্থনীতির বিভাগের জন্য আমরা সবাই অর্থনীতি সাব্জে এম, এ, কিংবা বি, এ.। অথচ আশৈশব আমি ঐ শাস্ত্র খালিক এড়াইয়া চলিয়াছিলাম—স্পর্শও করি নাই। তাহা ছাড়া আমার লেখা-পড়া বাংলাতেই হইয়াছিল। যাহোক হযরত আকদাস (আইঃ)-এর দোয়ার ফল সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিয়া আল্লাহর দুয়ারে অফুরন্ত শোকর জানাইলাম এবং প্রিয় নেতার দীর্ঘায়ু কামনা করিলাম।

★

বন্ধুদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, একবন্ধু হযরত আকদাসের নিকট বকেয়া চাঁদা মাফীর জন্য দরখস্ত করায়, হুযুর তাহার বকেয়া চাঁদার পরিমিত টাকা এই মর্মে প্রাদেশিক আমীর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, যাহাতে বকেয়াদার তাহার বকেয়া আদায় করেন।

এই ঘটনা হইতে আমাদের সকলের সবক হাসেল করা উচিত এবং বকেয়া চাঁদা আদায় করিতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

সুতরাং আপনারা বকেয়া চাঁদার জন্য মাফীর দরখাস্ত না করিয়া ক্রমশঃ পরিশোধ করার চেষ্টা করুণ। যদি কোন বকেয়াদার একান্তই বকেয়া পরিশোধ করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে সেই জামাতের বা এলাকার বন্ধুগণের মিলিত ভাবে বকেয়া চাদা আদায় করিয়া দেওয়া উচিত।

আমাদের প্রিয় ইমাম যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, খোদাতায়ালা আমাদিগকে সেই পথে চলার তৌফিক দিন। আমীন!

আজকের ওয়াদা

খোদার দেওয়া রূপ যেখানে
লোপ পেয়েছে খেয়ে ঘা,
রে মানুষ তুই প্রত্যাঘাতে—
সে রূপ ফুটায়ে যা।
দ্বন্দ্বে মেথে অন্ধ মানুষ,
ভাংছে সুন্দর সৃষ্টিরে,
তুই কি অন্ধ বন্ধ ঘরে,
হাস্‌বি শুধু মিষ্টিরে।
"আশরাফুল—মুখলুকাত" এই
সৃষ্টির সেরা মানব জাতি,
জিন্নাতেরই ছদ্মবেশে
হইবে শেষে আত্মঘাতি,
মর্ত্তলোকে করতো যারা
ধ্বংস কর এই হানা হানি
মানব মাঝে শুন্‌ছি আবার
সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি।
ফতুয়া নিয়ে মুল্লা কতক
এয়ানি, মগর, লেকিন্ জুড়ে,
হল্লা করে আল্লারে আজ
ইসলাম হতে রাখছে দূরে।
ঊর্ধ্বপুরে দোলছে ওরে,
লক্ষ কোটি অগ্নিবান
পরলে ছুটে বক্ষ পটে—
করবে রক্ষা কে তোর প্রাণ
প্রেমের মহান আদর্শকে
সামনে রেখে দুনিবার
পূর্ণ কর তোর ওয়াদা আজি,
চূর্ণ করি কুসংস্কার।

মতিউর রহমান চৌধুরী

★

প্রিয় ভাই বোনেরা !

শুভেচ্ছা নিও। তোমরা জান যে, তোমাদের লিখা ছাপার জন্য আহমদীতে ছোটদের মহফিল নামে একটি নয়া বিভাগ খোলা হয়েছে। এ বিভাগটি পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে তোমাদের। তোমরা লেখা পাঠালে আমরা তা সংশোধন করে দেই মাত্র। কিন্তু তোমরা যদি লিখা না পাঠাও তাহলে এ মহফিল চলবে কি করে? তোমরা এখন থেকে নিয়মিত লেখা পাঠাবে আশা করি। তোমাদের লেখা আমরা সংশোধন করে ছাপাবার চেষ্টা কবর ইনশাল্লাহ্। ইতিমধ্যে ছোটদের মহফিলের জন্য চট্টগ্রাম থেকে দুই বোন লিখা পাঠিয়েছিল এবং আমারা তা প্রকাস করেছি। "ভাইজান"

স্মরণ রাখার যোগ্য

আমাতুল কাইয়ুম (টুটু)

(ক) খোদার পথে যারা নিজ ধন খরচ করে, তাদের তুলনা ঐ শস্য কনার মত যাহা হতে সাতটি শীষ জন্মে এবং প্রত্যেক শীষে থাকে একশত শস্য দানা। (আল কোরআন)।

(খ) হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ; আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হইও না, আল্লাহ সকল পাপ মোচন করে দেন। (আল কোরআন)।

(গ) যারা سبحان الله و بحمده (সোবহানাল্লাহে-ওয়া-বেহামদিহি) পাঠ করে, তাহাদের জন্য জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করা হয়। (মহা নবীর বাণী)।

(ঘ) খোদা যার বন্ধু ও সাহায্যকারী; পৃথিবী-বাসী তার শত্রুতা করে কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। (মসিহ্ মওউদ)।

(ঙ) স্মরণ রেখো, ব্যাকুলতার শান্তি এবং দুর্বলতার আশ্রয় একমাত্র দোয়া। (মোসলেহ মওউদ)।

(চ) পদবী এবং সনদের উপর নির্ভর করাও এক প্রকারের শিরক। (হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল)।

★

॥ প্রশ্নোত্তর বিভাগ ॥

যারা ঠিক উত্তর দিয়েছে

সুন্দরবন হতে ঃ—আল্লামা জিল্লুর রহমান, মোছা ঃ মাহমুদা আখতার, ওয়াসিকুর রহমান, মমতাজ খানম।

ময়মসিংহ হতে ঃ—শাহীনা হাকিম, এনামুল হাকিম হাকিম পারভীন, আসাদুল্লাহ্, আসোক উল্লাহ্, মমতাজ বেগম।

চট্টগ্রাম হতে ঃ—মাঈনুদ্দিনআহ্মদ, বসিরুল হাসান, শাহিদাতুল জান্নাত।

রংপুর হতে ঃ—গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, নিলোফার বেগম, রেহান বেগম, মোঃ আবদুল বাসেত মোহাব্বত হোসেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে ঃ—আনিসুর রহমান, বশিরুর রহমান, মোঃ জাহাঙ্গীর (বাবুল), তৌফিক আহ্মদ, গুলশাহানারা বেগম, হাসিনা, ওয়াহিদুর রহমান (তপন)।

নারায়নগঞ্জ হতে ঃ—মনিরউদ্দিনআহ্মেদ, সাঈদা খানম, হাফেজউদ্দিন আহ্মেদ, জালাল উদ্দিন আহ্মেদ।

গেল বারের উত্তর

১। (১) হযরত মায়মুনা (রাঃ) (২) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) (৩) হযরত জাবিরিয়া বিন্ত হারেস (রাঃ)। (৪) হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) (৫) হযরত রেহানা (রাঃ)।

২। (১) হযরত কাশেম (রাঃ) (২) হযরত তৈয়ব (রাঃ) (৩) হযরত তাহের (রাঃ) (৪) হযরত ইব্রাহীম (রাঃ)।

৩। (১) হযরত ফাতেমা (রাঃ) (২) হযরত উম্মেকুলসুম (রাঃ) (৩) হযরত রোকেয়া (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)।

৪। (১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) (২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (৩) হযরত মুগীরা ইব্নে শোওবা (রাঃ) (৪) সায়াদ বিন আবি ওয়াকাস্ (৫) হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)।

৫। (১) বদরের যুদ্ধ (২) ওহদের যুদ্ধ (৩) খন্দকের যুদ্ধ (৪) তবুকের যুদ্ধ (৫) হুনাইনের যুদ্ধ।

এবারের প্রশ্ন

১। বদরের যুদ্ধে আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর সহিত কত জন সাহাবা ছিলেন?

২। কত হিজরী সনে মক্কা বিজয় হয়?

৩। মক্কা বিজয়ের সময় আঃ হযরত (সাঃ)-এর সহিত কত জন সাহাবা ছিলেন?

৪। হযরত রসুল করীম (সাঃ) কত হিজরীতে এবং কোথায় ইন্তেকাল করেন?

৫। তাঁহার মাজার শরীফ কোথায়?

★

সংবাদ

(১)

হুজুরের স্বাস্থ্য :—রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, হুজুরের স্বাস্থ্য খোদাতায়ালার ফজলে ভাল। বন্ধুগণ হুজুরের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

(২)

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, প্রাদেশিক আমীর হিসাবে জনাব মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের নির্বাচন হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) আগামী ৩০।৪।৭১ ইং পর্য্যন্ত অনুমোদন করিয়াছেন। الحمد لله

সকল বন্ধুগণকে আমীর সাহেবের জন্য খাসভাবে দোওয়া করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আল্লাহ্-তায়ালা যেন তাঁহাকে এই গুরুদায়ীত্ব সুচারুরূপে পালন করিবার তৌফিক দান করেন। আমীন।

(৩)

জামাতের মাসিক রিপোর্টের প্রতি বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। এবার মজলিসে শুরায় জামাতের মাসিক কাজের বিবরণীর জন্য নূতন ফরম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ আমরা কোন জামাত হইতে রিপোর্ট পাই নাই।

আপনারা এখন হইতে রিতিমত জামাতের মাসিক কাজের রিপোর্ট পাঠাইয়া সওয়াবের অধিকারী হইবেন।

(৪)

জনাব আবদুর রহমান খাঁ সাহেব প্রায় ১৫ দিন তাঁহার নিজ বাড়ী পুনিউঠে অবস্থানের পর গত ২৪শে, সেপ্টেম্বর রাবওয়া রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকা ইসলামিক একাডেমী, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া কমিউনিটি হল ও চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে "আমেরিকায় ইসলাম প্রচার" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকেই তিনি আমেরিকায় ইসলাম প্রচারের জন্য পূণঃ যাইতেছেন। বন্ধুগণ তাঁহার সফলতার জন্য দোওয়া জারী রাখিবেন।

(৫)

ইন্দোনেশীয়ায় নিযুক্ত মিশনারী জনাব মৌলানা মোহাম্মদ সাদেক ও মৌলবী গোলাম ইয়াসিন সাহেব রাবওয়া হইতে ইন্দোনেশিয়া গমণের পথে ২৪শে, সেপ্টেম্বর ঢাকা আগমন করেন এবং ২৫শে, সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়া রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। ঢাকা জমাতের বন্ধুগণ সম্মানিত মেহমানদের অভ্যর্থনার জন্য বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। বন্ধুগণ উপরোক্ত দুই মোজাহেদের জন্য দোয়া করিবেন।

(৬)

জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেব সম্প্রতি খুলনা, সুন্দরবন জামাত পরিদর্শন করিয়াছেন। জনাব আমীর সাহেব এবং মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব কোরআন করীম-অনুবাদ উপলক্ষে আগামী মাসে রাবওয়া গমন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বন্ধুগণ তাঁহাদের কামীয়াবির জন্য দোওয়া জারী রাখিবেন।

(৭)

গত রবিবার ঢাকা মসজিদের ছাদ ঢালাই উপলক্ষে এক ওয়াকারে আমল করা হয়। জমাতের বন্ধুগণ সকালে এবং বৈকালে দুই দলে বিভক্ত হইয়া এই সওয়াবের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। ঢাকা জমাতের আমীর জনাব মাহ্মুদুল হাসান সাহেব এই ওয়াকারে আমলের কাজ তদারক করেন।

(৮)

ওয়াক্‌ফ জদীদের মোয়াল্লেম সাহেবদের খেদমতে জানান যাইতেছে, সদর হইতে এই তাকিদ আসিয়াছে যে, আপনারা কোন প্রকারের চাঁদা আদায় করিবেন না বরং ওয়াকফে জদীদের চাঁদার ওয়াদা সংগ্রহ করিয়া সদরে পাঠাইবেন। আপনার এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা প্রাদেশিক আঞ্জুমানে পাঠাইবেন, যাহাতে পুস্তক পাঠান যায়।

সদর হইতে একজন ইনসপেক্টর আপনাদের তদারকের জন্য আসিতেছেন, অতএব আপনারা নিজ নিজ রেকর্ড পত্র ঠিকমতে রাখিবেন।

★

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা.	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	,, ,,
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	,, ,,
৩।	রসুল প্রেমে	,, ,,
৪।	ঐশী বিকাশ	,, ,,
৫।	একটি ভুল সংশোধন	,, ,,
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	,, ,,
১০।	মাহাম্মদী মসীহ্	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	,,
১১।	কলেমা দর্শন	,,
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	,,
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	,,
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	,,
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	,,
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	,,
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	,,
১৭।	মহা সুসংবাদ	,,

'পরিবেশনে'
জেনারেল সেক্রেটারী
পূঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকসিবাজার, রোড,ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs, 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.